ফরাসী-বীরাঙ্গনা

(জোয়ান্ দার্কের জীবন-চরিত ও কার্য্যকলাপ)

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়

প্রথম সংস্করণ

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—
শ্রীপরিমলবিহারী রায়
সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৪০

প্রিণ্টার—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

= নিবেদন =

'ফরাসী বীরাঙ্গনা' আমার সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম গ্রন্থ। বাংলার প্রধান প্রধান মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার এবং খ্যাতনামা মনীষী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকগণের নিকট হইতে ফরাসী বীরাঙ্গনা উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়াই, প্রথম সংস্করণের এক হাজার পুস্তক নিঃশেষিত হইতে বৎসর পাঁচেক সময় লাগিয়াছে।

গ্রন্থখানির যখন দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণের সময় হইয়াছিল, তখন আমি অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলাম। অন্তরীণ-মুক্তির পরে 'সরস্বতী-লাইব্রেরীর' কর্তৃপক্ষ গ্রন্থ-প্রকাশের ভার নিয়াছিলেন। কিন্তু, নানা কারণে তাঁহারা যথাসময়ে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমার নিজের ঔদাসীন্যও ইহার জন্য কতেকাংশে দায়ী। ব্যস্ত কর্ম্ম-জীবনের আকর্ষণে কিছুকালের জন্য সাহিত্য-লোক হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া এ বিষয়ে আমার আগ্রহ-উৎসাহও তেমন ছিল না। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণে যে সুদীর্ঘ বিলম্ব, ইহাই তাহার কারণ।

গ্রন্থে সংযোগ করিবার মত নূতন কোনো উপাদান পাইলাম না। প্রথম সংস্করণে স্থান ও ব্যক্তির নাম-বাচক ফরাসী শব্দ-গুলিকে বিশুদ্ধ-ভাবে বাংলায় অক্ষরান্তরিত করিতে পারি নাই। এবারে তাহা করা হইল। ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুত নীরোদ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আমাকে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪০ বিনীত—**গ্রন্থকার**

প্রথম সংস্করণে

গ্রন্থকারের নিবেদন

বর্ত্তমান গ্রন্থের উপসংহার ব্যতীত আর সমুদয় অংশই তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের সুপ্রভাতে ধারাবাহিক সন্দর্ভাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন ও নূতন কথা সংযোগ করিয়া উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল। উপসংহার সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

সুপ্রভাত-সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী মিত্র বি-এ, সরস্বতী মহোদয়া সর্ব্বপ্রথম আমার এই অকিঞ্চিৎকর সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমাকে উৎসাহ-দান করেন এবং উহা তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করেন। তাঁহার ন্যায় একজন বিদুষীর উৎসাহ না পাইলে আমি এ কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এই নিঃস্বার্থ স্নেহানুগ্রহের জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার পূজনীয় শিক্ষা-গুরু, বঙ্গ-বিশ্রুত ঐতিহাসিক লেখক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর ও আর্য্যনারী-প্রণেতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক, অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ, দয়া করিয়া গ্রন্থখানি দেখিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে সভক্তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জী কোম্পানীর পরিচালক বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এস, সি ও তদীয় বন্ধুদ্বয় আমাকে উৎসাহ-দান করিয়াছেন

এবং এ গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। তদ্দরুণ তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম। এতদ্ব্যতীত যে সমুদয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে আমি এ বিষয়ে নানা প্রকারে সহায়তা ও উৎসাহ পাইয়াছি, তাঁহাদিগকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যে গরীয়সী মহিলার অলৌকিক বীরত্বকাহিনী ও কার্য্যকলাপ এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তিনি বিদেশিনী হইলেও জননী-জাতির গৌরব। এই বিশ্ব-বিশ্রুত বীরাঙ্গনার কর্ম্মময় জীবনে একাধারে ভগবৎ-প্রেম, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি-প্রীতি ও রাজভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হইবে। এ গ্রন্থ পাঠে যদি জননী জাতির একজনও উপকৃতা হন এবং যাঁহারা শক্তি-স্বরূপিণী জননী-জাতিকে পুরুষা-পেক্ষা হীন-শক্তি জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও যদি এই গ্রন্থালোচনা দ্বারা জননী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপেক্ষার ভাব পরিহার করেন, তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আশ্বিন—
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

বিনয়াবনত—
গ্রন্থকার

উৎসর্গ

যে মহাপুরুষ সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার-মানসে
ধন-সম্পদ, প্রিয়-পরিজন ও যশঃ-প্রতিপত্তি
ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় দুঃখ-দারিদ্র্যকে
বরণ করিয়া লইয়াছেন,
যিনি ভোগৈশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে বৈরাগ্যকে
অঙ্গাভরণ করিয়াছেন,
যিনি বিশ্বজননীর চরণতলে আত্মনিবেদন করিয়া
ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন,
যাঁহার মধুর-মূরতি-চিন্তনে এ পাপ-প্রবণ
হৃদয়
পবিত্রতার অনাবিল ধারায় অভিষিঞ্চিত হয়,
যাঁহার কর্ম্মের দ্যুতি ও প্রতিভার প্রভা স্মরণ করিলে
এ দুর্ব্বল দেহে অপূর্ব্ব শক্তির স্ফুরণ হয়,
এবং
যাঁহাকে গুরুভাবে অর্চ্চনা করিয়া
নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করি,
সেই সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, মহামন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক
আমার পরমারাধ্য আচার্য্য-দেবের
পবিত্র নামে
এই পুণ্য-কাহিনী
উৎসর্গ করিলাম।

জন্মদিন
১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীচরণাশ্রিত অকৃতী শিষ্য
গ্রন্থকার

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত

—গ্রন্থাবলী—

১।	ফরাসী বীরাঙ্গনা (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ)	১৷০
২।	স্বাধীনতার কথা	১৷০
৩।	স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী	১৷০
৪।	নিবেদন (কাব্য গ্রন্থ)	১৲
৫।	পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা (রস-রচনা)	৸০
৬।	বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ	ছাপা নাই
৭।	চন্দ্রহাস-বিষয়া	ছাপা নাই

সূচী-পত্র

মায়ের কোলে	...	...	১
মন্ত্রে দীক্ষা	...	...	২১
সমর-প্রাঙ্গণে	...	...	৪১
মন্ত্রের সাধন	...	...	৫৩
কারাগারে	...	...	৭১
অনল-কুণ্ডে	...	...	১০৭
উপসংহার	..	...	১১৩

"Women have more heart and imagination then men. Enthusiasm arises from imagination —self-sacrifice springs from the heart. They are therefore by nature more heroic than heroes. And when this heroism becomes supernatural it is from woman that the wonder must be expected Men would stop at valour."

—LAMARTINE

"The Martyr may perish at the stake, but the truth for which he dies may gather new lustre from his sacrifice. The Patriot may lay his head upon the block, and hasten the triumph of the cause for which he suffers. The memory of a great life does not perish with the life itself, but lives in other minds."

—SMILES

—মায়ের কোলে—

"ভাঙ্গা আশা উঠিবে যুড়িয়া,
দীপ-শিখা উঠিবে স্ফুরিয়া
দুটি দিন মা'র কোলে আয়।"

কামিনী রায়—



ত্রু-হস্তে বীরাঙ্গন

ফরাসী বীরাঙ্গনা



—মায়ের কোলে—

—জন্ম—

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স্ দেশে যে ষোড়শবর্ষীয়া বীর বালিকা দাসত্ব-নিগড়-বদ্ধ স্বদেশের প্রনষ্ট স্বাধীনতা-রত্নের পুনরুদ্ধার-মানসে পল্লী-জননীর স্নিগ্ধ বক্ষ হইতে চির বিদায় লইয়া শোণিত-রাগ-রঞ্জিত, ভৈরব-হুঙ্কার-মুখরিত সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন—যিনি নিপীড়িত স্বদেশ-বাসীর দারিদ্র্য ও অত্যাচার-জনিত করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে ব্যথিত হইয়া তদ্‌বিমোচন-প্রয়াসে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন—যিনি একাধারে ভগবৎ-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেমের জ্বলন্ত

প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন—যাঁহাকে সভ্যতাভিমানী বর্ত্তমান খ্রীষ্টান জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ জীয়ন্ত দগ্ধ করিয়া পশু-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন—সেই বীরাঙ্গনার অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় নানা প্রকারেই শিক্ষাপ্রদ। এই বীরাঙ্গনার কর্ম্মপূত জীবনে এক দিকে যেমন ভগবৎ-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেমের মধুর সমাবেশে অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব শক্তির ক্রীড়া পরিলক্ষিত হয়, অপর দিকে তেমনই রমণী-হৃদয়ে পুরুষোচিত দৃঢ়তা, সঙ্কল্প-সাধনে তৎপরতা, বিপৎকালে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি সুখ-দুঃখে, সম্পদ-বিপদে ও হর্ষ-বিষাদে নিয়ত ভগবানে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় নির্ভর পরিলক্ষিত হয়।

যৎকালে ক্যালে হইতে বোর্দ্দো অবধি ফ্রান্স্ দেশের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশ সমূহে এবং পেরী ও রুয়ঁা নগরীতে ইংরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে ইংলণ্ডাধিপতি পঞ্চম হেন্‌রীর আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল, নিরীহ প্রজাকুল উদ্ধত ইংরাজ সৈন্যের অযথা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, দুর্ব্বিষহ অত্যাচার-সহনে অক্ষমতা হেতু ফরাসীরা হিংস্র-জন্তু-সমাকুল বন্ধুর পর্ব্বতারণ্যে আশ্রয় লইতেছিল, পরাধীনতার নির্ম্মম নিষ্পেষণে ধ্বংসোন্মুখ ফরাসী প্রজাকুলে মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস

সূচিত হইতেছিল, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে লরেন্ প্রদেশের প্রান্তভাগ-স্থিত দম্‌রেমি গ্রামে ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক কৃষকের গৃহে জোয়ান্ দার্কের জন্ম * হয়।

—বংশ পরিচয়—

জোয়ান্ দার্কের পিতা জাক্ দার্ক সামান্য একজন কৃষিজীবী ছিলেন। তদীয়া মাতা ইসাবেলা রোমী সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রমণী ছিলেন। তিনি পুণ্যভূমি রোম্ দর্শন করিয়া "রোমী" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সে-কালে রোম্ খ্রীষ্টানদিগের প্রধান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ও বহুসংখ্যক ধর্ম্ম-বীরের পুণ্য সমাধি-ভূমি ছিল বলিয়া যাঁহারা রোমের তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন, তাঁহারা পুণ্যাত্মা বলিয়া সম্মানিত হইতেন; এবং "রোমী" এই

* জোয়ান্ দার্কের কোন্ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয়, এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়; আবার কাহারও মতে ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দই ঠিক। আমরা এই শেষোক্ত মতেরই পোষকতা করি। কারণ ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিচারালয়ে তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। তৎকালে তিনি বিচারকদিগের প্রশ্নের উত্তরে একস্থলে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বয়স ঊনবিংশতি বৎসর। সুতরাং তদনুযায়ী ইহা প্রতিপন্ন হয় যে তিনি ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ধার্ম্মিকতা-সূচক উপাধিতে ভূষিত হইতেন। জোয়ানের তিনটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী ছিল। তন্মধ্যে জোয়ান্ই সর্ব্বকনিষ্ঠা। জন্ ফিদেন্জা, জন্ গার্স্‌ঁ, জন্ পেতীৎ, জন্ ক্যাল্ভিন্ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সে-কালে ফ্রান্স্ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাধু পুরুষ বলিয়া পূজিত ও বিখ্যাত ছিলেন। জোয়ানের ধর্ম্মপ্রাণ পিতা-মাতা এই সাধু পুরুষদিগের পবিত্র নামানুসারে কন্যাকে "জোয়ান্" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। জোয়ান্ (Joan) শব্দটি জাঁ (Jean) পদেরই অপভ্রংশ। জোয়ানের গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে জেয়ানেৎ (Jehanette) এবং ফ্রান্সের জন-সাধারণ জেয়ান্ (Jehanne) বলিয়া ডাকিত। তাঁহার অপর নাম ছিল "লা পুসেল্" অর্থাৎ কুমারী। অনেকে তাঁহাকে "জোয়ান্ অব্ আর্ক" এবং "জান্ দার্ক"ও বলিয়া থাকেন।*

* The family name was Darc, and the name of the Maid of Orleans was therefore Jeanne Darc, not Jeanne d'Arc as commonly written ; but the latter has the sanction of general usage. ("Historian's History of the World" by Henry Smith Williams. Vol. XI, Page 194.)

—বাল্যকাল—

যে-পরিবারে জোয়ানের জন্ম হয়, তাহা "দার্ক" নামে পরিচিত ছিল। এই দার্ক পরিবারে ধর্ম্মপ্রাণ ও পুণ্যশীল পিতা-মাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া ও তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেম-নিষিক্ত, সরল, সরস, পূত জীবনের পুণ্য সংস্পর্শে থাকিয়া জোয়ান্ শৈশব হইতেই ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি কখনও কখনও পিতার সহিত কৃষিক্ষেত্রে যাইতেন, কখনও-বা রন্ধনশালায় রন্ধনকার্য্যে মাতার সহায়তা করিতেন, আবার কদাচিৎ মাতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শিল্প-কর্ম্ম-শিক্ষায় মনোযোগী হইতেন। মাতার নিকট হইতে বাইবেলের ধর্ম্মোপদেশ এবং পুরাকালীন বীরপুরুষগণের স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম-সেবায় আত্মোৎসর্গের বিস্ময়োদ্দীপক কাহিনী শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বার্থ-ত্যাগের আদর্শ বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ বয়ো-বৃদ্ধির সহিত স্বদেশবাসী দুঃস্থ নরনারীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ-শ্রবণে এবং বিদেশীয় উদ্ধত-প্রকৃতি অত্যাচারী সৈন্যগণের হস্তে তাহাদের অযথা নিপীড়ন দর্শনে তাঁহার করুণ হৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইতে লাগিল।

সশস্ত্র ও উদ্ধত ইংরাজ সৈন্যগণের অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী অসহায় নরনারী যখন তাঁহাদের গৃহে আশ্রয়-প্রার্থী হইত, তখন জোয়ান্ তাহাদিগকে সযত্নে আশ্রয়-দান করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। এক সময়ে তাঁহার বাসভূমি দম্‌রেমি গ্রামও মদোন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তখন আত্মরক্ষার্থ তাঁহাদেরও গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পরে যখন সৈন্যগণ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন তাঁহারা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, গ্রামের ধর্ম্মমন্দির ও অধিকাংশ গৃহ ভস্মীভূত এবং গ্রামখানি বিধ্বস্ত ও জনশূন্য হইয়াছে। এই শোচনীয় দৃশ্যে জোয়ানের হৃদয় অধিকতর অভিভূত হইল।

তিনি স্বভাবতঃই দয়াবতী ও কোমল-হৃদয়া ছিলেন, এবং পরসেবা করিতে ভালবাসিতেন। যখনই তিনি গ্রামবাসী কাহারও উৎকট পীড়ার সংবাদ পাইতেন, তখনই রোগীর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যথোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। ভগবানে তাঁহার অচলা ভক্তি এবং স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ এই শ্রদ্ধার অভাব। তিনি ঈশ্বরো-

পাসনাকে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাই ধর্ম্মমন্দিরের উপাসনাদি ও অন্যান্য ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানাদিতে সাগ্রহে যোগদান করিতেন। তৎকালে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না বলিয়া তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে ভক্তিতে ঈশ্বর লাভ হয় এবং পূত-চরিত্রা হইয়া আদর্শ-জীবন যাপন করা যায়, সেই ভক্তিতত্ত্ব তিনি শৈশবে মাতার নিকটে যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন। গৃহ-সংলগ্ন শ্যামল প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া তিনি উন্মুক্ত বিশাল নীলাম্বর, দূরস্থিত অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা এবং তরুলতা-পরিশোভিত নির্জ্জন বনভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহার পিতামাতা তরুণ বয়সে তাঁহার এই প্রকার নির্জ্জন-বাসে অস্বাভাবিক অনুরাগ ও সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্যের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন ; এবং তিনি যাহাতে বিবাহ করিয়া সাংসারিক সুখের অধিকারিণী হন, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।* জোয়ানের অসামান্য

* In her own family she encountered not only resistance but temptation ; for they attempted to marry her, in hope of

রূপ-লাবণ্য এবং অপর দিকে তাঁহার পূত চরিত্রের বিমল প্রভা ও বিনয়-নম্র স্বভাব গ্রামবাসী যুবকগণের হৃদয় স্বভাবতঃই আকর্ষণ করিল। অনেক যুবক তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলেন। জোয়ান্ সে সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া পুণ্যবতী ভার্জ্জিন্-মেরীর (Virgin Mary) ন্যায় আজীবন কৌমার-ব্রত পালন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিস্তার লাভ করিতে পারিলেন না। জনৈক যুবক তাঁহাকে লাভ করিবার বাসনায় অন্ধ হইয়া তুল্-এর (Toul) ধর্ম্মবিচারালয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনয়ন করিলেন, যে, জোয়ান্ তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিশ্রুত হইয়াও এখন সে প্রতিশ্রুতি-পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। এই অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, জোয়ানের ন্যায় মৃদু-প্রকৃতি শান্তি-প্রিয়া ও সুশীলা বালিকা কিছুতেই ইহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইবে না। সুতরাং এবার তাঁহাকে সংসার-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেই হইবে; ফলে তাঁহার

---

winning her back to more rational notions as they considered. (History of France by M. Michelet, Translated by G. H. Smith. Vol. II. Page 123).

ঔদাসীন্য দূর হইবে, সংসারে আসক্তি জন্মিবে। কিন্তু জোয়ান্ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তার সহিত বিচারককে বলিলেন—"আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পনা-প্রসূত। আমি কাহাকেও বিবাহ করিবার জন্য কখনও প্রতিশ্রুত হই নাই।" বিচারক তাঁহার সরল উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিলেন এবং আরোপিত অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

জোয়ানের জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত গতি অবলম্বন করিল, সংকল্প অধিকতর দৃঢ় হইল এবং পতিত স্বদেশবাসীর উদ্ধার-সাধনের মহতী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল; কিন্তু 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মানুষ যখন সিদ্ধিলাভাশায় কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন দুর্লঙ্ঘ্য বিপদরাশি তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিরা তদ্দর্শনে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে; আর যাহারা সংযমী, দৃঢ়চিত্ত ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ, তাহারা সর্ব্ব প্রকার বিপজ্জাল ভেদ করিয়া লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হয়, এবং মেঘ-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় দ্বিগুণ প্রভায় মণ্ডিত হইয়া জগৎকে উদ্ভাসিত করে।

—ফ্রান্স্-দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা—

১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেন্‌রী আজীন্‌কোর্ত্তের যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় ফরাসীদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নর্ম্মান্দি জয় করিলেন। ফরাসী ভূপতিদিগের মধ্যে তখন আত্মবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই আত্মবিদ্রোহে বার্গাণ্ডির ভূপতি জন্ (John, Duke of Burgundy) এক পক্ষের নেতা ছিলেন। তিনি রাজপুত্র চার্ল্‌স্-দোফ্যাঁ ও অন্যান্য ফরাসী নেতৃবর্গের সম্মুখে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র ফিলিফ্ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থে পদাঘাত করিয়া ইংরাজের সহিত মিত্রতা করিলেন। ইহার ফলে একদিকে ফরাসীদিগের শক্তির হ্রাস হইল, পক্ষান্তরে ইংরাজদিগের শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

ফরাসীদিগের তদানীন্তন রাজা ষষ্ঠ চার্ল্‌স্ ইংরাজদিগের এই বর্দ্ধিত ও মিলিত শক্তি দমন করিতে অক্ষম হইয়া ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপতি পঞ্চম হেন্‌রীর সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইংলণ্ডাধিপতি সন্ধির

সর্ত্তানুসারে ফরাসী-রাজের কন্যা কেথারীন্‌কে বিবাহ করিলেন; এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে ফ্রান্সের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত হইলেন। ইহার ফলে উত্তর ফ্রান্সের অধিকাংশ প্রদেশই ইংলণ্ডাধিপতির আধিপত্য স্বীকার করিল। কিন্তু রাজপুত্র দোফ্যাঁ দক্ষিণ ফ্রান্সে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন, এবং পিতৃসিংহাসন দাবী করিলেন। সুতরাং দোফ্যাঁকে দমন করিবার মানসে ইংলণ্ডাধিপতি পুনরায় ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। ফরাসী রাজা চার্লস্‌ও জামাতার মৃত্যুর পর দুই মাসের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর ইংলণ্ডাধিপতির শিশু-পুত্র হেন্‌রী (ষষ্ঠ হেন্‌রী) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই শিশু-পুত্রের খুল্লতাত বেদ্‌ফোর্দ্দের ভূপতি (Duke of Bedford) তাঁহার অভিভাবক-স্বরূপ রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। দোফ্যাঁর ন্যায় দুর্ব্বল নৃপতি চতুর ও দক্ষ শাসনকর্ত্তা বেদ্‌ফোর্দ্দের শক্তি খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। এ দিকে ফরাসীরাও অন্তরের সহিত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিল না। কারণ তাঁহার মাতা

ইসাবেলার (Isabella) চরিত্রে জনসাধারণ সন্দিহান ছিল। সুতরাং দোফ্যাঁ চার্লসের পুত্র নহে, তাহাদের ধারণা জন্মিল। এই জন্যই ফরাসীরা দোফ্যাঁর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। এই প্রকার আরও নানাবিধ কারণে রাজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িল। ভূস্বামীদিগের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ উপস্থিত হইল, উদ্ধত সৈন্যগণ গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন-পূর্ব্বক জনশূন্য করিতে লাগিল, অধিকাংশ প্রদেশ ইংরাজের দাসত্ব স্বীকার করিল। ফরাসী ঐতিহাসিক লামার্‌তিন্‌ (Lamartine) ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থলে বলিয়াছেন ঃ—

Thus the king seeking in vain his subjects amongst his people, the people vainly seeking their king in the monarchy ; the Frenchman fruitlessly looking for his country in France ; such was the state of the nation. *

* See Lamartine's "Memoirs of Celebrated Characters" Vol II, Page 59.

অর্থাৎ রাজা দেখিলেন, জনসাধারণের ভিতর তাঁহার প্রজা বলিতে কেহ নাই ; জনসাধারণ দেখিল, যথেচ্ছ শাসনের বাহুল্যে দেশে রাজা বলিতে কেহ নাই ; এবং ফরাসীরা দেখিল, ফ্রান্সে তাহাদের স্বদেশ বলিবার কিছুই নাই।

দৈববাণী শ্রবণ ও স্বর্গীয়-দূতের —সাক্ষাৎ লাভ—

স্বদেশের এই প্রকার হেয় বন্ধন-দশা এবং দৈন্য-পীড়িত ও পতিত স্বদেশবাসীর যন্ত্রণা জোয়ানের অসহ্য হইয়া উঠিল। জন্মভূমির এই হীন চিত্র তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত প্রতিফলিত হইতে লাগিল। কি উপায়ে স্বদেশের দাসত্ব মোচিত হইতে পারে, এবং কি উপায়েই বা বিদেশীর অত্যাচার হইতে স্বদেশবাসী নিষ্কৃতি পাইতে পারে, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের নিকট ব্যাকুল-হৃদয়ে করুণ প্রার্থনা জানাইতেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিতেন—"ভগবান কি এই পতিত দেশকে উদ্ধার করিবেন না? তিনি কি নিপীড়িত স্বদেশবাসীর দুঃখ-দৈন্য মোচন করিবেন না? নিরীহ

স্বদেশবাসী কি চিরদিনই এই পূতি-গন্ধময় দাসত্ব-নরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিবে? ভগবান কি তাঁহাদের জন্য মুক্তিদাতা প্রেরণ করিবেন না?"

অবশেষে একদিন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রাঙ্গণের প্রান্ত-দেশে দিব্য-আভা-বিশিষ্ট আলোক-রশ্মি অকস্মাৎ তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। মুহূর্ত্তেক পরেই সে দিক হইতে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—"জোয়ান্, পূতচরিত্রা হও; ভগবানে আত্মনির্ভর কর।" ইহা শুনিয়া তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন! ইহার পরেও অপর এক সময়ে আর একবার তিনি ঐ প্রকার দৈব-বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পরেও পুনরায় দুইজন স্বর্গীয়-দূত দিব্য-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহাকে সশরীরে দেখা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"জোয়ান্, দোফ্যাঁর সাহায্যার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; স্বদেশকে উদ্ধার কর।" জোয়ান্ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভীতি-বিজড়িত অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কহিলেন—"আমি রমণী, কি করিয়া যুদ্ধ করিতে হয় জানিনা।" তাঁহারা

প্রত্যুত্তর করিলেন—"কেথারিন্ ও মার্গারেৎ স্বয়ং তোমার সাহায্য করিবেন।" জোয়ান্ তদ্গত-চিত্তে এই সকল শুনিলেন। কথিত আছে, ইহার পর প্রায়ই তিনি স্বর্গীয়-দূতের সাক্ষাৎ পাইতেন। তাঁহারা যখন অন্তর্ধান করিতেন, তখন তিনি সাশ্রুনয়নে ও আবেগ-পূরিত-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন,—"আমাকেও তোমাদের সঙ্গিনী করিয়া লইয়া যাও।"

জোয়ান্ যে দৈব-বাণী শুনিয়াছিলেন, তাহা ভগবদ্বাণী—যে স্বর্গ-দূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহা ভগবদ্দর্শন। পাশ্চাত্য জগতে ইহা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া লোকে মনে করিতে না পারে; কিন্তু প্রাচ্য জগতে ইহা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। মানুষের পক্ষে যে ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর, এ কথা জড়বাদী পাশ্চাত্যেরা সহজে বিশ্বাস করিতে না পারেন; কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের একজন সাধারণ ব্যক্তিও ইহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানে, যে, ব্যাকুল-চিত্তে ভগবানকে ডাকিলে তাঁহার দর্শন লাভ হয়; ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া সমাহিত-চিত্তে সাধনা করিলে মানবের অবিদ্যা দূরীভূত হয়, তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগ্রত হয়; সে নিজ আত্মাতেই ভগবদ্দর্শন পায়। অনেকে

জোয়ানের স্বর্গ-দূত-দর্শন ও দৈববাণী-শ্রবণের কথা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন; এবং উহা তাঁহার বিকার-গ্রস্ত মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত কাহিনী বলিয়া তুচ্ছ করেন। কিন্তু জনৈক ইংরাজ লেখক "The Patriot Martyr" নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

Socrates never ceased to profess himself guided by an internal voice, to which he paid implicit obedience, and on which he relied for counsel in cases of difficulty. When this silent monitor left him he felt that his career was ended. Even the great Napoleon, whom no one will accuse of superstitious weakness, was subject to this mysterious influence. On the eve of his celebrated invasion of Russia, when the tension of his mind must have been extreme. he frequently thought he heard a voice calling him by name, and so audibly that he would leave his apartment inquiring, "who called me ?"

Why should less credit be given to the avowals in this respect of a young and unsophisticated village maiden, whose whole life was an exemplification of sincerity and truth, who never ceased to appeal to "the voices," and who died attesting their reality, than has been given to more exalted personages ?

অর্থাৎ সক্রেতীশের বিশ্বাস ছিল, তিনি একটা অন্তর্নিহিত বাণী দ্বারা চালিত হইতেন। এই জন্য কখনও তিনি এই বাণী অবহেলা করিতেন না। অনেক সময়ে গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি অন্তর্নিহিত প্রেরণার উপর নির্ভর করিতেন। যখন তাঁহাতে আর এই প্রেরণা অনুভূত হইত না, তখন তিনি বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। এমন কি, নেপোলিয়ানের ন্যায় কুসংস্কারশূন্য বিশ্ববিজয়ী বীরপুরুষ—তিনিও এই প্রকার রহস্যময় প্রেরণা দ্বারা চালিত হইতেন। রুষিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে তাঁহার মনোবৃত্তি-সমূহ যখন অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল, তখন তিনি অনেক সময় শুনিতেন, কে যেন তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। এই আহ্বান তিনি

এত সুস্পষ্টরূপে শুনিতেন, যে, তিনি তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিতেন এবং ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "কে আমায় ডাকিল?" সক্রেতীশের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তির ও নেপোলিয়ানের ন্যায় বীরপুরুষের পক্ষে যদি এই সব কথা সত্য হইতে পারে, তবে জোয়ানের ন্যায় একজন সরল-প্রকৃতি গ্রাম্য বালিকার কথা কেন বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে না? কারণ, তাঁহার সমস্ত জীবনে তিনি সরলতা ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহার দৈববাণী সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

-মন্ত্রে দীক্ষা-

"লইলাম প্রিয় কর্ম্ম,
মাতৃ-সেবা মহাধর্ম্ম,
সার্থক করিব জন্ম
দৃঢ় এ প্রতিজ্ঞা মনে।"

চণ্ডীচরণ–

—মন্ত্রে দীক্ষা—



সাধন-পথের অন্তরায় ও তৎসমুদায় দূরীকরণ।

জোয়ানের স্বর্গীয়-দূতের সহিত সাক্ষাৎ-লাভের কথা অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। ক্রমে ক্রমে সে কথা তাঁহার পিতা-মাতারও কর্ণগোচর হইল। সরল ও আশু-প্রত্যয়-প্রবণ মাতৃ-হৃদয়ে এ কথা সহজেই মুদ্রিত হইল বটে; কিন্তু পিতার তাহাতে প্রতীতি জন্মিল না। তিনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও এবং এইরূপ ঘটনা ধর্ম্ম-গ্রন্থানুসারে সম্ভবপর জানিয়াও কন্যার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি কন্যাকে শাসাইলেন এবং রুক্ষ-স্বরে বলিলেন—"আর যদি তোর মুখে কখনও যুদ্ধে যাওয়ার কথা শুনিতে পাই, তবে তোর প্রাণ বধ করিব।"

পিতার এই প্রকার রুদ্র-মূর্ত্তি-দর্শনে ও প্রতিকূল-মত-শ্রবণে জোয়ানের কোমল হৃদয় চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। এক দিকে পিতার কঠোর আদেশ ও অপর দিকে পরাধীনা স্বদেশ-জননীর আকুল আহ্বান—এই পরস্পর-বিরোধী ভাব-দ্বয়ের অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার তরুণ হৃদয় আলোড়িত ও মথিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন—পিত্রাদেশ-পালন তাঁহার পক্ষে যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীর দুর্দ্দশা-মোচনে আত্মোৎসর্গ তদপেক্ষা কোনও অংশে অল্প পুণ্যজনক নহে; বরং শেষোক্ত কর্ত্তব্যই তাঁহার নিকট অধিকতর গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। অনেক চিন্তার পর তিনি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা দেশ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অধিক; সুতরাং স্বদেশ-জননীর আকুল আহ্বানে কর্ণপাত করাই তিনি শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিলেন।

কিন্তু পিতার আদেশে উপেক্ষা-পূর্ব্বক প্রকাশ্য-ভাবে যুদ্ধে গমন করা অসম্ভব জানিয়া, তিনি কৌশলে গৃহ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। আঁদ্রে লাক্সার্ (Andre Laxart) নামক তাঁহার এক পিতৃব্যের পত্নী

রোগ-শয্যায় শায়িতা ছিলেন। তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তিনি পিতার অনুমতি-ক্রমে পিতৃব্যের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার পিতৃব্যের হৃদয় অসামান্য উদারতায় পরিপূর্ণ ছিল জানিয়া, তাঁহার নিকট স্বীয় মহান্ সংকল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। এরূপ সরলতা ও আবেগের সহিত তিনি পিতৃব্যের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইল। জোয়ানের ন্যায় তরুণ-বয়স্কা বালিকাকে এই প্রকার বিঘ্ন-সঙ্কুল মহান্ ও পবিত্র ব্রত অবলম্বনে অগ্রবর্ত্তিনী দেখিয়া তিনি সাতিশয় মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই প্রকার একজন বহুদর্শী, বুদ্ধিমান্ ও প্রৌঢ়-বয়স্ক আত্মীয়ের আশ্রয়-লাভে জোয়ানের আশা ও উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। জোয়ান্ তাঁহার পিতৃব্যকে ভোকুলার্-এর (Vaucouleurs) শাসনকর্ত্তা বোদ্রিকুর্-এর (Baudricourt) নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই শুভ সংকল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে অনুরোধের ফল জোয়ানের পক্ষে অনুকূল হইল না। গর্ব্বিত

শাসনকর্ত্তা কৃষক-বালিকার পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিলেন; এবং আঁদ্রে লাক্সার্কে বলিলেন—"আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিশেষ-রূপে শাসন করিয়া পিতার নিকট প্রেরণ করুন।" তিনি (জোয়ানের পিতৃব্য) ইহাতে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং জোয়ানের নিকট সমুদায় বিবৃত করিলেন।

পিতৃব্যের মুখে গর্ব্বিত শাসনকর্ত্তার প্রতিকূল মতের কথা শ্রবণ করিয়া, জোয়ান্ একটু চিন্তান্বিতা হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাশ হইলেন না। তিনি সংকল্প করিলেন, শাসনকর্ত্তার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন। অতঃপর পিতৃব্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পদব্রজে ভোকুলার্ নগরে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে কখনও স্নেহময়ী মাতার স্নেহ-সম্ভাষণ, কখনও করুণাময় পিতার নিঃস্বার্থ করুণ ব্যবহার, কদাচিৎ ভ্রাতা-ভগিনীর মধুময় প্রীতি-বাক্য, আবার কখনও বা শৈশব-স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিময়ী পল্লীভূমির ছায়াময় চিত্রখানি তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া

তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বন্দিনী স্বদেশ-জননীর অশ্রুসিক্ত, বিষাদময় মুখচ্ছবি হৃদয়-মধ্যে উদিত হইয়া সে সকলের মোহকে বিনষ্ট ও হৃদয়ে অভিনব উৎসাহ-বেগ সঞ্চারিত করিত। যথা সময়ে তিনি নগরে পৌঁছিয়া জনৈক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন; এবং পিতৃব্যকে শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করিয়া স্বীয় আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন। শাসনকর্ত্তা বালিকার এই প্রকার অধ্যবসায়-দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের বাসনা প্রকাশ করিলেন।

জোয়ান্ শাসনকর্ত্তার সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং যথা-বিহিত শিষ্টাচার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সেই নিরক্ষর কৃষক-বালিকার বিনয়-নম্র শিষ্টাচার ও অনিন্দ্য-সুন্দর, দিব্য দেহ-কান্তি-দর্শনে শাসনকর্ত্তার হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি জোয়ান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি কি জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলে?"

"আমি ভগবানের নামে রাজাকে এই সংবাদ

জানাইতে আসিয়াছি যে, তিনি যেন এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হন।"

তদুত্তরে শাসনকর্ত্তা বলিলেন ঃ—

"রাজার কার্য্যাকার্য্যের উপর আমার কোন হাত নাই। আমার মতামতের উপর তিনি নির্ভর করেন না।"

"এ রাজ্য দোফ্যাঁর নিজস্ব নহে। ভগবানই ইহার অধিকারী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করেন। শত্রু-পক্ষের অপরিমেয় বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন; এবং রিম্স্ (Rheims) নগরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।"

শাসনকর্ত্তা বালিকার এই সমুদায় তেজোগর্ভ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন; এবং বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর মনে করিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের সহিত পরামর্শ করিলেন। তৎপর তিনি ধর্ম্মযাজককে সঙ্গে লইয়া জোয়ান্ যে আত্মীয়ের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত উপায়াবলম্বনে যথারীতি তাঁহার পরীক্ষা করিলেন।

পরীক্ষান্তে তাঁহাকে "ঈশ্বরানুগৃহীতা" বলিয়া ধর্ম্ম-যাজকের বিশ্বাস হইল। এই ঘটনা অচিরাৎ নগরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং তত্রত্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জোয়ান্‌কে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। শাসনকর্ত্তা জোয়ান্-সংক্রান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ডিউক্-অব্-লরেন্‌কে (Duke of Lorraine) জানাইলেন; এবং জোয়ান্‌কে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়া নিজে দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন।

জোয়ান্ যখন ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, সে সময় ডিউক্ অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন। তিনি জোয়ানের বালিকা-সুলভ সরলতা ও পুণ্য-প্রদীপ্ত বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন; এবং জোয়ান্ প্রকৃতই ঈশ্বরাদেশে দেশোদ্ধার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিলেন। জোয়ানের সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ডিউক্ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইলেন এবং তিনি যে "ঈশ্বরানুগৃহীতা" তাহা অসন্দিগ্ধ-চিত্তে বিশ্বাস করিলেন। অতঃপর জোয়ান্ ডিউকের নিকট হইতে

বিদায় লইয়া পুনরায় ভোকুলার্ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইতিমধ্যে এই সমুদায় ঘটনা রাজা দোফ্যাঁর কর্ণগোচর হইল ; এবং জোয়ানের উক্তির সমর্থন করিয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পদস্থা মহিলা রাজার নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে রাজার মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। তৎকালে সিনোঁ নগরে রাজ-সভার অধিবেশন হইত। তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জোয়ান্‌কে আহ্বান করা হইল।

এই সমস্ত কথা যখন তাঁহার নিজ গ্রামে পৌঁছিল, তখন তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা ভোকুলার্ নগরে ছুটিয়া আসিলেন ; এবং তাঁহাকে যুদ্ধে গমনের সংকল্প হইতে বিরত করিবার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জোয়ান্ কিছুতেই সংকল্প-চ্যুত হইলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে বিনয়-নম্র-বচনে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ঃ—

"জন্মভূমির সেবা করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সে মহান্ কর্ত্তব্যের নিকট আপনাদের স্নেহ-মমতা অতি তুচ্ছ। সুতরাং আমি কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইতে পারিব না।"

তাঁহার এই প্রকার উক্তি শুনিয়া আত্মীয়-স্বজন যার-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হইলেন। এইরূপে মাতৃভূমির কল্যাণ-কামনায় আত্মীয়-স্বজনের প্রাণে দারুণ শেলাঘাত করিয়া, তাঁহাদের আজন্ম-পোষিত স্নেহ-মমতার মধুর বন্ধন জন্মের মত ছিন্ন করিয়া, এবং পার্থিব সুখ-শান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া জোয়ান্ নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুকে আপনার ক্রীড়া-সহচর-রূপে বরণ করিয়া লইলেন।

সৈনিক-জনোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, কটীতটে শাণিত কৃপাণ লম্বিত করিয়া, জোয়ান্ অশ্বারোহণে সিনোঁ নগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে সিনোঁ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কয়েক জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে চলিল। ভোকুলার্ হইতে সিনোঁ প্রায় ৪৫০ মাইল দূরবর্ত্তী; এবং সমগ্র পথটি অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। তথায় পৌঁছিতে হইলে ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ এবং দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম করিতে হয়। তিনি এই সমুদায় বিঘ্ন-বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ পরে সিনোঁ নগরে পৌঁছিলেন।

তথায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলেন। অতুলৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত রাজকীয় দরবার-গৃহের

বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য-দর্শনে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে রাজা পূর্ব্ব হইতেই রাজ-সভায় আত্ম-গোপন-পূর্ব্বক ছদ্মবেশে অমাত্য ও অনুচরবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, জোয়ান্ যদি সত্য-সত্যই ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিবেন। রাজ-সভার বিপুল ঐশ্বর্য্য-শোভিত রাজ-পুরুষগণের মধ্য হইতে জোয়ান্ রাজাকে চিনিয়া বাহির করিলেন; এবং তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ছদ্মবেশী রাজা ইহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"আমি ত রাজা নই।" জোয়ান্ ইহাতে বিচলিত না হইয়া বলিলেন:— "মহামহিমান্বিত দোফ্যাঁ! বিশ্ব-সম্রাট্ পরমেশ্বরের এই দৈববাণী আপনার নিকট প্রচার করিতে আসিয়াছি যে, আপনি নির্ভীক-চিত্তে বীরের ন্যায় রিম্‌স্ নগরে (Rheims) অগ্রসর হউন। তথায় আপনার রাজ্যাভিষেক উৎসব নির্ব্বিবাদে সমাধা হইবে।"

জোয়ান্ সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইয়াও বহু-জনাকীর্ণ রাজ সভার মধ্য হইতে তাঁহাকে কি-প্রকারে

চিনিয়া লইলেন, ইহা ভাবিয়া রাজার অত্যন্ত বিস্ময় বোধ হইল। এই ঘটনায় জোয়ানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। তিনি জোয়ান্‌কে "ঐশীশক্তি-সম্পন্না" বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু রাজ্যের হিতৈষী, ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণ না করিয়া তিনি জোয়ান্‌কে যুদ্ধে প্রেরণ করিতে সাহসী হইলেন না। এই জন্য তিনি জোয়ান্‌কে পোয়াতিয়ে (Poitiers) নগরে প্রেরণ করিলেন।

তথায় মহাসভার (Parliament) এক অধিবেশন হইল। রাজ্যের বহুদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মযাজক, খ্যাতনামা রাজনীতিবিৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী অধ্যাপক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সে অধিবেশনে যোগদান করিলেন। জোয়ান্ সে মহাসভায় সম্মিলিত মনীষি-গণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সুধীমণ্ডলী তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"জোয়ান্, তুমি না বলিয়াছ পরমেশ্বর ফ্রান্স্‌কে দাসত্ব-মুক্ত করিবেন। যদি তাহাই হয়, তবে আর সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন কি? বিনা যুদ্ধেই ত

দেশোদ্ধার হইতে পারে !” ইহাতে জোয়ান্ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তেজঃপূর্ণ-স্বরে প্রাজ্ঞের ন্যায় প্রত্যুত্তর করিলেন :—“মানব কর্ম্মকর্ত্তা ; পরমেশ্বর ফলদাতা। আমরা সশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিব। পরমেশ্বর আমাদিগকে বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিবেন।”

জোয়ানের এই প্রকার যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী বাণী শুনিয়া সভাস্থ সুধীমণ্ডলী অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কিন্তু সেগাঁ (Seguin) নামক পোয়াতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক জোয়ানের “ভগবদ্দর্শনের” কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি জোয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“তুমি যে স্বর্গীয় বাণী শুনিতে পাইয়াছিলে, তাহা কিরূপ স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল ?” জোয়ান্ এই প্রশ্ন শুনিয়া একটু বিরক্তি অনুভব করিলেন ; এবং তীব্র-স্বরে উত্তর করিলেন :—“সে স্বর আপনার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর সুললিত ছিল।” জোয়ানের নিকট হইতে এই প্রকার প্রত্যুত্তর পাইয়া অধ্যাপকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি পুনরায় বলিলেন :—“তুমি যদি সত্য-সত্যই ঈশ্বর কর্ত্তৃক

প্রেরিত হইয়া থাক, তবে তোমার অলৌকিক কার্য্য-কলাপ দ্বারা আমাদিগকে তাহার নিদর্শন দেখাও।” তদুত্তরে জোয়ান্ দৃঢ়তাব্যঞ্জক-স্বরে বলিলেন:— “অলৌকিক কার্য্যকলাপ দ্বারা কোন্ নিদর্শন দেখাইতে আমি এখানে আসি নাই। আমাকে সসৈন্যে অর্লেয়াঁ নগরে প্রেরণ করুন। অর্লেয়াঁর উদ্ধারই আমার “ঐশীশক্তির” একমাত্র নিদর্শন হইবে।”

এইরূপ তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর সভ্যগণ জোয়ানের প্রতি অনুকূল হইলেন। তাঁহার পক্ষে যে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা অসম্ভব নয়, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন; এবং তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা জোয়ান্ সম্বন্ধে রাজাকে এই তিনটি মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন:—

(১) খৃষ্টধর্ম্মে জোয়ানের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

(২) তিনি যে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া দেশোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। কারণ বিধাতার কৃপায় সবই সম্ভবপর।

(৩) জন্মভূমির উদ্ধারার্থ রমণীও পুরুষ-বেশে যুদ্ধ

করিবার অধিকারিণী। বাইবেলে এই প্রকার দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে।

—রাজ-আজ্ঞা ও যুদ্ধ-যাত্রা—

পোয়াতিয়ের সুধী-মণ্ডলীর নিকট হইতে এই প্রকার অনুকূল মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র এই মর্ম্মে এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন যে ঃ—"ফ্রান্স্-দেশকে বৈদেশিকের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া রাজাকে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাইবার জন্য কুমারী জোয়ান্ দার্ক ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া নিজকে প্রকাশ করিতেছেন। রাজা স্বয়ং এই কুমারীকে বিবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ; এবং তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে অনুসন্ধান করিয়া বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ পূত-চরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, ঈশ্বরে নিষ্ঠাসম্পন্না, সরল-হৃদয়া ও সত্যবাদিনী। অধিকন্তু, রাজ্যের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ-

রাজনীতিবিৎ ও প্রতিভাশালী অধ্যাপকগণ সম্মিলিত হইয়া এই কুমারীকে পরীক্ষা করিয়াছেন ; এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিতে অভিমত প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ, এই কুমারীর জন্ম-বৃত্তান্ত ও জীবনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে নানা প্রকার অলৌকিক ও আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করা রাজা সম্পূর্ণরূপেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন ; এবং তদ্দারা রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন ."

আপামর জন-সাধারণ রাজার এই ঘোষণা-পত্র পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিল।

কয়েক জন উচ্চপদস্থ সমর-তত্ত্ববিৎ বীরপুরুষ জোয়ান্‌কে প্রত্যহ যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প কালের মধ্যেই অসি-যুদ্ধ, ভল্ল-চালনা, ব্যূহ রচনা ও সমরনীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যে জোয়ান্ বিশেষ পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রোজ্জ্বল বর্ম্ম-চর্ম্মে আবৃত করিলেন। তাঁহার কটিদেশের এক পার্শ্বে পঞ্চক্রুশ-চিহ্নাঙ্কিত শাণিত

কৃপাণ * ও অপর পার্শ্বে লৌহ-বিনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ কুঠার বিলম্বিত হইল। তিনি কর-তলে ইষ্টদেবতা যীশু খ্রীষ্টের নামাঙ্কিত ও শ্বেত-পদ্ম-লাঞ্ছিত উন্নত পতাকা ধারণ করিলেন। এইরূপে বিচিত্র রণরঙ্গিণী-বেশে সজ্জিত হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে তিনি ব্লোয়া (Blois) নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। ভগবচ্চরণ-স্পর্শ-পূত বীরাঙ্গনার শুভ আগমনে পরাধীনতা-লাঞ্ছিত প্রজাগণের নৈরাশ্য-মগ্ন হৃদয় আশার নবীনালোকে উদ্ভাসিত হইল, পরাভব-খিন্ন অবসাদ-গ্রস্ত সেনাদলের মধ্যে নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইল। সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব উৎসাহ-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইতে লাগিল।

জোয়ান্ প্রথমতঃ সৈনিকদিগের চরিত্র-সংশোধনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ-ক্রমে সৈনিক-দিগের মধ্যে দ্যূত-ক্রীড়া বন্ধ হইল, অশ্লীল আমোদ-

---

* এই তরবারী সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে যে, জোয়ানের নির্দ্দেশানুসারে নিকটবর্ত্তী কোন একটী ধর্ম্ম-মন্দিরের বেদীর পশ্চাতে মৃত্তিকা-গর্ভে এই তরবারী পাওয়া গিয়াছিল। জোয়ান্ বলিয়াছিলেন যে, তিনি দৈববাণীর সাহায্যে উক্ত তরবারীর অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়াছিলেন।

প্রমোদ ও হাস্য-পরিহাস নিষিদ্ধ হইল। সৈন্যগণ যাহাতে ঈশ্বরোপাসনায় নিয়মিত-রূপে যোগদান করিয়া ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে, তিনি তজ্জন্য বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করাইলেন। এইরূপে জোয়ান্ স্বর্গীয় মাধুর্য্য-মণ্ডিত পবিত্র চরিত্রের পুণ্য প্রভাবে সৈন্যদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের নিদ্রিত আত্মাকে পুনরুদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে মাতৃ-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিবার জন্য দীক্ষিত করিলেন ; এবং বহু-বর্ষ-ব্যাপিনী সুষুপ্তি ও জড়তা দূরীভূত করিয়া সেখানকার শিথিল কর্ম্ম-প্রবাহকে বেগবান করিলেন।

-সমর-প্রাঙ্গণে-

"পীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুঃখীর রোদন,
কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর।"

নবীনচন্দ্র—

—সমর-প্রাঙ্গণে—

-অর্লেয়াঁ-নগর উদ্ধারের আয়োজন—

১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা অর্লেয়াঁ নগর অবরোধ করিলেন। এই নগরটি লোয়ার (Loire) নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত; এবং একটী সুরক্ষিত সেতু দ্বারা নদীর অপর তীরের সহিত সংযুক্ত। সেতুর এক পার্শ্বে একটী সুরক্ষিত ক্ষুদ্র দুর্গ। নগরবাসীদিগকে এই দুর্গের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। কারণ ইহাই নগরের প্রবেশ-দ্বার ছিল।

ফরাসীদিগের অপরিমেয় বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ইংরাজেরা বহু চেষ্টার পর অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে এই ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিলেন। অল্প কালের মধ্যেই নগরের নিকটস্থ কয়েকটি স্থানেও তাঁহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অর্লেয়াঁ নগরের উদ্ধারার্থ জোয়ান্ ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ব্লোয়া নগর হইতে অর্লেয়াঁ নগরে যাত্রা করিলেন। যাত্রা-কালে তিনি ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ ড্যুনোয়ার প্রেরিত সৈন্যগণকে বলিলেন ঃ—"যে পথে অল্প সময়ের মধ্যে অর্লেয়াঁ নগরে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই পথ দিয়া আমাকে লইয়া যাও।" কিন্তু সৈন্যগণ তাঁহাদের অধ্যক্ষের নির্দ্ধারিত পথ দিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। জোয়ান্ নগরের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে ইংরাজ-অধিকৃত সেতু অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন, সৈন্যগণ তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া এই পথে আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে সৈন্যগণের প্রতি তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ড্যুনোয়ার আদেশানুসারেই সৈন্যগণ তাঁহাকে বিপরীত পথে লইয়া আসিয়াছে, তখন ড্যুনোয়ার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। ড্যুনোয়া পূর্ব্ব হইতেই নিকটবর্ত্তী দুর্গের প্রাচীরে আরোহণ পূর্ব্বক জোয়ানের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জোয়ান্ সসৈন্যে নদী-তীরে পৌঁছিতেছেন দেখিয়া

দ্যানোয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে অবতরণ করিলেন; এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একখানি ক্ষুদ্র তরণী-সংযোগে নদীর অপর তীরে গমন করিলেন। জোয়ানের সমীপবর্ত্তী হইয়া দ্যানোয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলে জোয়ান্ বিরক্তি-সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—“আপনি কেন আমাকে এই পথে আনিবার জন্য আপনার সৈন্যগণকে আদেশ দিয়াছিলেন?” তদুত্তরে দ্যানোয়া বিনীতভাবে বলিলেন :—“এ পথ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়াই অপরাপর সেনানায়কের পরামর্শে ঐরূপ আদেশ দিয়াছিলাম।” জোয়ান্ অধিকতর অসন্তোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন—“তবে ভগবানের আদেশ অপেক্ষা আপনাদের আদেশেরই কি গুরুত্ব অধিক?”

তৎপর দিবস ২৯শে এপ্রিল জোয়ান্ সসৈন্যে নিরাপদে নগরে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজেরা উপেক্ষা বশতঃ তাঁহাকে কোন প্রকার বাধা প্রদান করিলেন না। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমেই ধর্ম্ম-মন্দিরে গমন করিলেন; এবং তথায় ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনান্তে তিনি সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিলেন। তাঁহার আগমনে নগরবাসীদিগের হৃদয়ে

আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। বহু লোক তাঁহার দর্শন-লাভের আশায় এবং তাঁহার অমৃতময়ী উপদেশ-বাণী শ্রবণের মানসে মহোল্লাসে সমবেত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র নরনারী উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া নগরের নির্জ্জীবতা দূরীভূত করিল।

অযথা রক্তপাতে বসুন্ধরা কলুষিত করা এবং অনর্থক নরহত্যায় অশান্তির সৃষ্টি করা জোয়ানের সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। এই কারণে ইংরাজেরা যাহাতে বিনা রক্তপাতে ফ্রান্স্ পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য তিনি যথোচিত উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজদিগের শিবিরে এই মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন ঃ—

"ইংলণ্ডের অধীশ্বর, তদধীন ভূস্বামী ও সৈন্যাধ্যক্ষ-গণ! আমি ভগবানের আদেশে স্বদেশোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আপনাদিগের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত না করিয়া ফ্রান্স্ পরিত্যাগ করুন। আর সৈনিকগণ! তোমাদিগকেও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বিশ্ব-বিধাতার নামে বলিতেছি যে, তোমরা কোন প্রকার অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

কর। হে রাজন্! আমি আপনাকে পুনরায় বিশেষ-রূপে বলিতেছি যে, যদি ইহার ব্যতিক্রম হয়, তবে নিশ্চিত জানিবেন, আপনাদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আপনারা যদি শান্তি স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন, তবে আমরা আপনাদিগের সহিত পরমানন্দে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইব; এবং আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থিত করিব।"

ইংরাজ-শিবিরে যখন এই পত্র পঠিত হইল, তখন ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইল। তাঁহারা জোয়ানের পত্রখানিকে অবমাননা-সূচক জ্ঞান করিলেন। যে পত্র-বাহক ইংরাজ-শিবিরে পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার দুর্ব্যবহার করিলেন; এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। * ইংরাজদিগের এই

* (*a*) Laughter, ridicule, and sneering jibes, were the only answer this letter produced from the besiegers. They called her a jade and a cow-keeper. They dishonourably kept her herald a prisoner. (Lamartine's "Memoirs of Celebrated Characters." Vol II, Page 83).

(*b*) ইংরাজ সেনাপতি সাফোক্ (Suffolk) ফরাসী-দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন:—

.........................Plant a stake! for by my God
He shall be kalendered of this new faith

প্রকার ব্যবহারে জোয়ান্ যার-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না। ফরাসী-দিগের দুর্গের নিকটেই ইংরাজদের একটি শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহা দেখিয়া জোয়ান্ দুর্গ-শিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবটি স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ভাবান্তর হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের উত্তেজনা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। সার উইলিয়ম্ গ্লেস্‌দেল্ (Sir William Glasdale) নামক একজন ইংরাজ সেনানায়ক তদুত্তরে জোয়ান্‌কে নিতান্ত হীন-জনোচিত অভদ্র-ভাষায় ভৎর্সনা করিলেন। ‡ ইহাতে জোয়ান্ ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সে যাহা হউক, এই ঘটনায় যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল; জোয়ান্ অনন্যোপায় হইয়া সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

First martyr, (Robert Southey's "Joan of Arc" Book VI, Page 95).

‡ Here Glasdale overwhelmed her with abuse, calling her cowherd and prostitute. (Michelet's History of France, Translated by G. H. Smith. Vol II, Page 127).

—অর্লেয়াঁ-উদ্ধারের সূচনা, যুদ্ধারম্ভ—

৬ই মে (১৪২৯ খ্রীঃ অঃ) তারিখে জোয়ানের নিকট এইরূপ সংবাদ আসিল যে, ইংরাজদিগের নূতন এক দল সৈন্য নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেনাপতি ডুানোয়াকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিলেন যে, বিপক্ষীয় সৈন্যগণ নগরের সমীপবর্ত্তী হইলেই যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে সমরায়োজনে কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া স্বীয় বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন; এবং অল্প কাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। এ সুযোগে ডুানোয়া অপরাপর সেনানায়কগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সসৈন্যে ইংরাজ-অধিকৃত "বাস্তি-দে-লুপ্" নামক একটী দুর্গ (Bastile de Loup) আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এদিকে অকস্মাৎ জোয়ানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিলেন; এবং তাঁহার অনুচরকে বলিলেন :—

"শীঘ্র অস্ত্র-শস্ত্র দাও। মনে হইতেছে "যেন

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমার উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।”

এইরূপে তিনি যখন অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত সমর-সাজে সজ্জিত হইতেছিলেন, তখন হঠাৎ নগরের তোরণ-দ্বারের নিকট হইতে ভীষণ কোলাহল শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বারোহণে সেদিকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইংরাজেরা প্রবল-পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছে—আর ফরাসীরা তাঁহাদিগের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। ফরাসী সৈন্যের এই দুর্দ্দশা-দর্শনে জোয়ানের কোমল হৃদয় শেল-বিদ্ধ হইল, প্রদীপ্ত মুখ-মণ্ডলে কালিমার সঞ্চার হইল। কিন্তু ইহাতে তিনি স্বল্পমাত্র বিচলিত না হইয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ করিতে লাগিলেন; এবং উৎসাহ-বাক্যে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিলেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণী শ্রবণে ফরাসী সৈনিকদিগের হৃদয় রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পুনরায় অমিত-তেজে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। জোয়ান্ বিপুল বাহিনীর অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সমর-পথে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। তরঙ্গ-তাড়িত তৃণগুচ্ছের ন্যায়

ইংরাজ-চমূ পর্য্যুদস্ত হইতে লাগিল। বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার অপ্রতিহত আক্রমণে ইংরাজেরা পরাজিত হইল। অচিরে ফরাসীরা ইংরাজাধিকৃত দুর্গ অধিকার করিল।

জোয়ানের অসামান্য রণ-নৈপুণ্য ও অলৌকিক সৈনাপত্যের পরিচয় পাইয়া ফরাসী যোদ্ধৃগণ সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন! কিন্তু তাঁহার এই প্রকার অপ্রত্যাশিত জয়-লাভে তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় যশোলিপ্সু ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির হৃদয়ে জোয়ানের প্রতি ঈর্ষার সঞ্চার হইল। জোয়ান্‌কে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার সুযোগ দান করিলে তাঁহাদের যশোহানি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সেনাপতি ডুনোয়া জোয়ানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; এবং ইহাও জ্ঞাপন করিলেন যে, সম্প্রতি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করা সমর-পরিষদের (Council of War) সভ্যগণের অভিপ্রেত নহে। জোয়ান্ তদুত্তরে বলিলেনঃ—"আপনারা পরিষৎ লইয়াই থাকুন। আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়া যাইব। কল্যকার যুদ্ধের জন্য সৈন্যগণ প্রস্তুত হউক। আমার আরও অনেক কাজ করিবার আছে।"

পরদিন ৭ই মে তারিখে জোয়ান্ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগের অপর একটী সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্ব দিনের সংগ্রামে জোয়ান্ যে অদ্ভুত বীরত্ব ও অলৌকিক সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে হীনশক্তি হতোদ্যম ফরাসী সৈন্যগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইয়াছিল। তাই ৭ই মের যুদ্ধে তাহারা বিপক্ষ দলকে পরাহত করিবার মানসে অতুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজেরা বীরের জাতি, রণে নিপুণ, সাহসে দুর্জ্জয় ও অধ্যবসায়ে অটল। তাঁহারাও ফরাসীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি গ্লেস্‌দেল্ বীরোচিত পরাক্রমের সহিত সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। অসিতে অসিতে ঝণৎকার, বল্লমে বল্লমে সংঘর্ষ, যুযুৎসুগণের মুহুর্মুহুঃ কোদণ্ড টঙ্কার, নিক্ষিপ্ত শর-সমূহের শন্ শন্ শব্দ, অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনি, আহতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও উন্মত্ত-প্রায় সৈন্যগণের বিকট চীৎকারে সমরাঙ্গণের দৃশ্য ভয়াবহ হইয়া উঠিল। পরস্পরের জিঘাংসা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল।

—মন্ত্রের সাধন—

"শরীরং বা পাতয়েয়ং
কার্য্যং বা সাধয়েয়ং।"

—মন্ত্রের সাধন—

—অর্লেঁয়া উদ্ধার—

দীর্ঘ কাল এইরূপ তুমুল সংগ্রামের পরও ইংরাজেরা আত্ম-সমর্পণ করিতেছে না দেখিয়া, জোয়ান্ দুর্গে প্রবেশ করিবার মানসে একখানি অধিরোহণীর সাহায্যে দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ করিলেন। এমন সময়ে সহসা শত্রু-নিক্ষিপ্ত শর তাঁহার গ্রীবাদেশে প্রবেশ করিল। তিনি হত-চৈতন্য হইয়া দুর্গ-পরিখার মধ্যে নিপতিত হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ফরাসী-সৈন্যগণ তাহাতে বাধা প্রদান করায় অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

জোয়ানের ক্ষত-স্থান হইতে অনর্গল রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। দুঃসহ যন্ত্রণার আবেশে তিনি উদ্গত অশ্রু-প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার রমণী-সুলভ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইল। কিন্তু

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হইল ; এবং তাঁহার উপর যে গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, সে কথা স্মরণ পড়িল। তিনি স্বীয় দুর্ব্বলতার জন্য লজ্জিত হইলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ সাহস-পূর্ব্বক স্বহস্তে বিদ্ধ শর উৎপাটিত করিয়া ক্ষত-স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। অতঃপর কিয়ৎক্ষণের জন্য নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

সেনাপতি দ্যুনোয়া দুর্গ-জয়ের কোন আশা নাই দেখিয়া রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। জোয়ান্ সেই কাপুরুষোচিত পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় সৈন্য সমাবেশ-পূর্ব্বক ইংরাজ-দিগকে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করিলেন। এবার ইংরাজেরা অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিলেন না। অচিরে ফরাসীরা তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরাজ-সেনাপতি গ্লেস্‌দেল্ ও তাঁহার কতিপয় অনুচর প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া লোয়ার (Loire) নদীর সেতুর উপর দিয়া পলায়ন করিতে-ছিলেন। অকস্মাৎ একটা গোলার আঘাতে সেতুর এক পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া পড়িল। হতভাগ্য সেনাপতি

সানুচরে নদী-গর্ভে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া কোমল-হৃদয়া বীরাঙ্গনা অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের প্রায় আট সহস্র এবং ফরাসীদিগের শতাধিক সৈন্য নিহত হইয়াছিল। *

পূর্ব্ব দিনের যুদ্ধে পরাভূত হওয়ায় ইংরাজেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া ৮ই মে তারিখে সদল-বলে অর্লেয়াঁ নগর পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে মহাপ্রাণ বীরাঙ্গনার দুর্দ্দমনীয় সাহসে, অতুলনীয় বীরত্বে ও অসামান্য রণ-কৌশলে ইংরাজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নগরের পুনরুদ্ধার হইল। অর্লেয়াঁ নগরের মুক্তির পর নগরবাসী নর-নারী আনন্দে বিহ্বল হইল; এবং একবাক্যে জোয়ান্‌কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি ভগবানের কৃপাকেই তাঁহার সাফল্যের সর্ব্ব প্রকার নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। জোয়ানের সর্ব্বাবস্থায়ই ভগবানে দৃঢ় নির্ভর ছিল।

---

* An ancient chronicler says :—"The English lost 8000 or 9000 men, the French only 110 or 120, which shows clearl that it was the work of the Most High."

(The Patriot Martyr. Page 38)

আনন্দে অধীর হইয়া কখনও তিনি ভগবানের দয়ার কথা বিস্মৃত হন নাই।

অর্লেয়াঁ নগরের উদ্ধারের পর জোয়ানের উপদেশানুসারে ঈশ্বরোপাসনার এক বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। বহুসংখ্যক নরনারী সে উপাসনায় কৃতজ্ঞ-চিত্তে যোগদান করিল। উপাসনান্তে এক বিরাট উৎসব-যাত্রা সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিল। অর্লেয়াঁ উদ্ধারের পর হইতে বীরাঙ্গনা "অর্লেয়াঁর কুমারী" (Maid of Orleans) নামে খ্যাত হইলেন।

—পরবর্ত্তী যুদ্ধ ও চার্ল্স্-এর রাজ্যাভিষেক—

বৃথা কালক্ষেপ করা অনুচিত মনে করিয়া জোয়ান্ সসৈন্যে পুনরায় ব্লোয়া (Blois) নগরে যাত্রা করিলেন ; এবং তথা হইতে তুর্ (Tours) নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্রাট্ দোফ্যাঁ তৎকালে উক্ত নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় জোয়ান্ সম্রাট্ কর্ত্তৃক সাদরে ও সসম্মানে অভ্যর্থিত হইলেন। তিনি দোফ্যাঁকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযানে সহায়তা করিতে বলিলেন ; এবং রিম্‌স্

নগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তথায় তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কাপুরুষ দোফ্যাঁ অমিত-তেজ বীরাঙ্গনার অপ্রমেয় বীরত্বের সম্যক্ পরিচয় পাইয়াও প্রথমতঃ তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পরিশেষে জোয়ানের নানা প্রকার অনুনয়-বিনয় ও যুক্তিবাদে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন হইল। তদনুসারে তিনি ডিউক্-অব্-আলাসোঁ-এর (Duke of Alencon) নেতৃত্বে একদল সৈন্য জোয়ানের সাহায্যার্থ প্রদান করিলেন। জোয়ান্ সম্রাট্ প্রদত্ত নূতন সৈন্যদল লইয়া অর্লেয়াঁ নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তথা হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী জার্গো (Jargeau) নামক স্থানে ইংরাজ-দিগকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। ইংরাজ-সৈন্য ডিউক-অব্ সাফোক্-এর (Duke of Suffolk) আজ্ঞাধীনে থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু পূত-চরিত্রা বীরাঙ্গনার অব্যাহত শক্তির নিকট ইংরেজেরা পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর প্রবহমান খর-স্রোত-মুখে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গেল। সাফোকের ন্যায় তেজস্বী সেনাপতিও জোয়ানের হস্তে বন্দী হইলেন।

জার্গোতে (Jargeau) ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া জোয়ান্ সসৈন্যে বোজাঁসিঁ (Beaugency) নামক স্থানে অগ্রসর হইলেন, এবং তথাকার দুর্গ বিনা ক্লেশেই অধিকার করিয়া লইলেন।

অতঃপর ১৮ই জুন (১৪২৯ খ্রীঃ) তারিখে পাতেই নামক (Patay) গ্রামে উভয় পক্ষের আর এক ভীষণ সংঘর্ষ হইল। তপস্বিনী বীর-ললনার দুর্জ্জয় পৌরুষ ও দীপ্ত তেজে ইংরাজের বীর্য্য-বহ্নি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ফরাসীদের হস্তে এবারও তাঁহাদের পরাজয় ঘটিল। তেল্‌বতের ন্যায় রণ-নিপুণ ও সপ্রতিভ সেনাপতিও বন্দী হইলেন; এবং ফাষ্টোফ্-এর (Fastolfe) ন্যায় সাহসী ও পরাক্রমশালী যোদ্ধাও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

যে কয়টী যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করা হইল তাহাতে রণজেত্রী বীরাঙ্গনার অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্যক্ পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু পরাজিত ও আশ্রিত শত্রুর প্রতি তিনি কি প্রকার ব্যবহার করিতেন, আহত ও বিপন্নের প্রতি কিরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন—এ স্থলে তাহারও আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

অর্লেয়াঁ উদ্ধার কল্পে প্রথম যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে

বহুসংখ্যক ইংরাজ ফরাসী-সৈন্যের হস্ত হইতে প্রাণরক্ষার মানসে ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক আত্ম-গোপন করিয়াছিলেন। উন্নত-হৃদয়া বীরাঙ্গনা তাঁহা-দিগকে সাদরে আশ্রয় দান করিলেন ; এবং পাছে তাঁহার অধীন দুর্বৃত্ত সৈন্যগণ তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার করে, এই ভয়ে তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় বাস-ভবনে যত্ন-পূর্ব্বক রাখিলেন।*

দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি গ্লেস্‌দেল্ ও তাঁহার কতিপয় অনুচর প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন-কালে যখন নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিলেন, তখনকার শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া জোয়ান্ বিপন্ন শত্রুগণের জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যখনই যুদ্ধাবসান হইত, তখনই দেখা যাইত, জোয়ান্ নিহত ব্যক্তিদিগের জন্য শোকাকুল-চিত্তে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। আহতদিগের পরিচর্য্যায় তিনি স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া স্বহস্তে তাঁহাদের ক্ষত-স্থান বাঁধিয়া

*Many of the English who had put on the priestly habit by way of protection was brought in by the Pucelle, (i.e. Joan) and placed in her own house to ensure their safety ; she knew the ferocity of her followers. (Michelet's History of France. Translated by G. H. Smith ; Vol II. Page 127)

দিতেন ; এবং মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাহার আত্মাকে শীতল করিতেন।* আশ্রিত ও পরাজিত শত্রুর প্রতি এ প্রকার সদ্ব্যবহার, বিপন্নের প্রতি এ হেন সমবেদনা, আহতের পরিচর্য্যায় এরূপ যত্ন ও চেষ্টা—প্রকৃত বীর-ধর্ম্মের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত, মহত্ত্বের কি মনোরম নিদর্শন,এবং স্বভাব-কোমল ও সেবাপরায়ণ রমণী-হৃদয়ের কি অনুপম আলেখ্য !

পাতেই নামক গ্রামে যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার প্রায় চারি সপ্তাহ পরেই দোফ্যাঁর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করা হইল। রিম্‌স্ নগর রাজ্যাভিষেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু তখনও ঐ নগর শত্রুদিগের হস্তগত ছিল। রিম্‌স্-এর প্রধান ধর্ম্মযাজক(Archbishop of Rheims), রাজমন্ত্রী, সভাসদ্-বর্গ ও কয়েক সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দোফ্যাঁ মহাসমারোহে রিম্‌স্ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরাঙ্গনার অপূর্ব্ব যুদ্ধ-জয় ও বীরত্বের কাহিনী পূর্ব্ব

* She dismounted, gave her briddle to her page, raised the wounded from the ground, and dressed their wounds with her own hands. (Lamartine's "Memoirs of Celebrated Characters." Vol II. Page 92).

হইতেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পথিমধ্যে যে সমুদয় স্থান শত্রুদিগের অধিকৃত ছিল, তাহার সমস্তই একে একে বশ্যতা স্বীকার করিল।

১৬ই জুলাই (১৪২৯ খ্রীঃ) রাজা পাত্র-মিত্র-সহ নির্ব্বিঘ্নে রিম্‌স্ নগরে প্রবেশ করিলেন। পর দিবস ১৭ই জুলাই রবিবার রিম্‌স্-এর প্রাচীন ধর্ম্ম-মন্দিরে রাজ্যাভিষেকোৎসব আরম্ভ হইল। দোফ্যাঁ রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক বেদীর নিকট গমন করিলেন; এবং নত-জানু হইয়া এই মর্ম্মে শপথ করিলেন যে—রাজ্য-মধ্যে যাহাতে সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, এবং প্রজাকুলের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিবেন। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর সম্মিলিত জন-সঙ্ঘের বিপুল জয়-ধ্বনি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে রাজ-মুকুটে ভূষিত করা হইল। এইরূপে দোফ্যাঁ 'সপ্তম চার্ল্‌স্' নামে অভিহিত হইয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অভিষেক-কালে জোয়ান্ তাঁহার খ্রীষ্ট-নামাঙ্কিত ও শ্বেত-পদ্ম-লাঞ্ছিত পতাকাখানি হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক রাজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন।

উৎসব-ক্রিয়া সমাধা হইলে পর, তিনি রাজার সম্মানার্থ হস্তস্থিত পতাকা অবনমিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে নত-জানু হইলেন। তখন উপস্থিত জন-মণ্ডলীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল; এবং সকলেই তাঁহার পূত-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিবার অভিলাষে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। জোয়ান্ ভাব-বিচলিত-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—"রাজন্! যাঁহার অলঙ্ঘ্যনীয় আদেশে রিম্‌স্ নগরে আপনার রাজ্যা-ভিষেকের আয়োজন করিয়াছি, আজ সেই মঙ্গলময় বিধাতার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইল। অদ্য হইতে আপনি যথারীতি রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন; ফরাসী জাতি সর্ব্ব বিষয়ে আপনার আজ্ঞাধীন হইবে।"

—প্যারী-নগরের যুদ্ধ ও পতনের পূর্ব্বাভাস—

উপর্য্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে জয়-লাভ করাতে জোয়ানের যশোরাশি দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৈন্যগণ তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিল, এবং রাজাও তাঁহার প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ অবস্থায় জোয়ান্ ইচ্ছা করিলে

বিনা-ক্লেশেই সম্মান-সূচক উচ্চ রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া অপরিমেয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রণোদনায় তিনি দেশোদ্ধারের পবিত্র-ব্রত উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাই প্রভুত্ব ও সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষাকে কখনও হৃদয়ে স্থান পাইতে দেন নাই। তথাপি রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ জোয়ান্‌কে সম্মান-সূচক সনন্দ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার জন্ম-স্থান দম্‌রেমি গ্রামকে যাবতীয় রাজ-কর হইতে অব্যাহতি দিলেন।

অর্লেয়াঁ নগরকে দাসত্বের নাগ-পাশ হইতে মুক্ত করা, এবং রাজাকে ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা—এই ব্রত গ্রহণ করিয়া জোয়ান্‌ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এইক্ষণ তাঁহার ব্রত সম্পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি রাজার নিকট স্বীয় পল্লী-ভবনে প্রতিগমন-পূর্ব্বক মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত গার্হস্থ্য-সুখে কাল যাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, জোয়ানের অনুপস্থিতিতে সৈন্যদিগের মধ্যে নিরুৎসাহ ও শৈথিল্যের সঞ্চার হইবে। বিশেষতঃ সম্প্রতি তিনি

প্যারী-নগর আক্রমণ-পূর্ব্বক ইংরাজদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। জোয়ানের অভাবে তাঁহার সে সংকল্প সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং জোয়ানের নানা প্রকার অনুরোধ সত্ত্বেও রাজা তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। কিন্তু জোয়ান্ ইহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি ভগবান যে কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা হইয়াছে। বিশেষতঃ আর কোন নূতন কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য তিনি ভগবৎ-প্রেরণা অনুভব করেন নাই। তথাপি একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, রাজার অনুরোধে তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হইল।

৮ই সেপ্টেম্বর (১৪২৯ খ্রীঃ অঃ) জোয়ান্ প্যারী-নগর আক্রমণ করিলেন। এই তারিখে খ্রীষ্টানদিগের একটি পর্ব্বদিন ছিল। তথাপি রাজাদেশ অনতিক্রমণীয় মনে করিয়া নিজের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতেই প্যারী-নগরকে ফরাসীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জোয়ান্ বীরোচিত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও জয়লাভ

করিতে পারিলেন না। ইংরাজদিগের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। তথাপি জোয়ান্ শত্রু-হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করা অপেক্ষা রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেওয়া শ্রেয়স্কর মনে করিয়া অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়াই অবিচলিত-ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে ফরাসীদিগের অন্যতম সেনা-নায়ক ডিউক্-অব-আলাঁসোঁ যুদ্ধ-জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, এবং জোয়ান্ অচিরে শত্রু-হস্তে পতিত হইবেন জানিয়া, তাঁহাকে বল-পূর্ব্বক যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিলেন।

এই যুদ্ধে প্রায় পনর শত সৈন্য আহত হইয়াছিল। এই ভীষণ নর-শোণিত-পাতের অপরাধ ও জাতীয় পর্ব্বদিনে প্যারী-নগর আক্রমণ-পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মের অবমাননা করার জন্য জোয়ানের প্রতি অন্যায়-রূপে দোষারোপ করা হইয়াছিল। * কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

---

* This was contrary to the advice of Pucelle ; her voice warned her to go no further than St. Denys.

Fifteen hundred men were wounded in this attack, which she was wrongfully accused of having advised.................. (Michelet's History of France Translated by Smith. Vol. II Page 132).

ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তিনি যে এজন্য দায়ী নহেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জোয়ান্ এতাবৎ কাল কোন যুদ্ধেই পরাজিত হন নাই। তাঁহার জীবনের এই প্রথম পরাজয়ে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন, এবং ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস হৃদয়ে অনুভব করিয়া যার-পর-নাই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

—শেষ যুদ্ধ ও শত্রু-হস্তে পতন—

প্যারী-নগরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় জোয়ানের হৃদয়ে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আত্মা-বমাননার সে জঘন্য স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার কোমল হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। প্যারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বুর্জ্জ্ (Bourges) নামক স্থানে গমন করিলেন, এবং তথায় শীত-ঋতু যাপন করিলেন। রাজাও সিনোঁ নগরে ফিরিয়া গেলেন।

জোয়ান্ বসন্ত-ঋতুর প্রারম্ভে পুনরায় সৈন্য-সমাবেশ করিলেন, এবং শত্রু-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ কঁপিয়েন্

(Compiegne) নামক অপর একটি নগরের উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ মে তারিখে তিনি সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বল-বীর্য্য ও পরাক্রমের সহিত শত্রুপক্ষের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎকাল সংগ্রামের পরই জোয়ানের সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। জোয়ান্ পলায়মান সৈন্যগণকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং তাহাদিগকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফরাসী-সৈন্যগণ প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া এবারও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

জোয়ান্ দ্বিতীয় বার তাহাদিগকে উৎসাহ-বাক্যে ফিরাইয়া আনিলেন। পরিশেষে জয়-লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ এই আদেশ প্রাপ্তি-মাত্রই ক্ষিপ্র-গতিতে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। জোয়ান্ও কতিপয় শরীর-রক্ষক সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সহসা শত্রু-সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। জোয়ান্ ও তদীয় অনুচরবর্গ অসীম

পৌরুষের সহিত শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ শত্রুপক্ষীয় একজন সৈনিক তাঁহাকে অশ্ব হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। জোয়ান তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আত্মরক্ষার্থ নির্ভীক-চিত্তে অস্ত্র-চালনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার উপর পতিত হইল। জোয়ান্ আর আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর নহে দেখিয়া শত্রুপক্ষের সাহায্যকারী জনৈক দেশদ্রোহী ফরাসীর (Bastard of Vendome) হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এই দেশদ্রোহী তাঁহাকে ডিউক্-অব্-বার্গাণ্ডির প্রধান সেনাপতি কাউণ্ট্-দে-লিঞ্জি-র হস্তে অর্পণ করিল। বলা বাহুল্য, ইহারা উভয়েই জোয়ানের স্বজাতীয় ও স্বদেশবাসী। অনেকে অনুমান করেন, জোয়ানের পক্ষীয় কয়েকজন নীচাশয় সেনানায়ক তাঁহার বিমল কীর্ত্তি-সঞ্চয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া শত্রুদিগের নিকট হইতে উৎকোচ-গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতঘ্নের ন্যায় তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

কারাগারে

"তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব বর্ষণ।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পারি যদি মুছাইতে
একবিন্দু, হবে মম সার্থক জীবন।"

নবীনচন্দ্র—

—কারাগারে—

—কারা-কাহিনী—

জোয়ান্ বন্দিনী হইলেন। পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত কারা-গৃহে তাঁহার স্থূল দেহ শৃঙ্খলিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় কিছুতেই অবনমিত হইল না। সে অতি-মানুষ তেজ ও অলৌকিক বল-বীর্য্য মুহূর্ত্তের জন্যও হ্রাস পাইল না। প্রকৃত বীর-ধর্ম্মানুসারে জোয়ানের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই তাঁহার শত্রু-গণের পক্ষে বিধেয় ছিল। কিন্তু তাঁহার শত্রুগণ এ স্থলে সেই চিরন্তন নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সাধারণ বন্দীদিগের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। * কারাগারে বন্ধন-দশায় জোয়ানের

* There was no possible reason, why Joan should not be regarded as a prisoner of war, and be entitled to all the courtesy and good usage, which civilized nations practise towards enemies on these occasions. She had never in her military capacity, forfeited, by any act of treachery or cruelty her claim to that treatment. She was unstained by any civil crime. (David Hume's History of England, Vol III. Page 155).

প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাঁহাকে ছলে, বলে, কৌশলে যে প্রকার নির্য্যাতন করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নীতিহীনতা, নৃশংসতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ মে জোয়ান্ শত্রু-হস্তে বন্দিনী হন; পরবর্ত্তী বৎসরের (১৪৩১ খ্রীঃ অঃ) জানুয়ারী মাসে তাঁহার বিচার আরম্ভ, এবং ৩০এ মে তাহা সমাপ্ত হয়। সুতরাং তাঁহাকে পূর্ণ এক বৎসর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

কঁপিয়েনের (Compiegne) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দিনী হওয়ার পর হইতে জোয়ান্ সেনাপতি কাউণ্ট্-দে-লিঞি-র (Count de Ligny)তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এই সেনাপতি লুক্সেম্বুর্গের (Luxemburg) সামন্ত-ভূপতির অধীন এক জন ভূস্বামী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ইংরাজ-প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি জোয়ান্কে উক্ত ভূপতির হস্তে সমর্পণ করিবার সংকল্প করিলেন। কাউণ্ট্-এর পত্নী তাঁহার এই ঘৃণিত সংকল্পের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে সে পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য নানা প্রকারে অনুনয়-বিনয় করিলেন। এমন কি তিনি স্বামীর চরণ-তলে পতিত হইয়া নিতান্ত কাতর ভাবে জোয়ানের মুক্তি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু এই

অন্তঃপুর-চারিণী ললনার হৃদয়ে যে মহদ্ভাব স্থান-লাভ করিয়াছিল, পাপিষ্ঠ কাউণ্ট্-এর হৃদয়কে তাহা স্পর্শও করিতে পারিল না। কাউণ্ট্ বিজাতির নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার স্বার্থ-বধির কর্ণ-কুহরে পত্নীর এ করুণ প্রার্থনা স্থান পাইল না।

তিনি তাঁহার প্রভু ডিউক্-অব্-লুক্সেম্বুর্গের হস্তে জোয়ান্‌কে সমর্পণ করিলেন। এই সহৃদয় ইংরাজ-সামন্ত বন্দিনী শত্রু-রমণীর প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। তিনি জোয়ান্‌কে আপনার বোরেভোয়া (Beaurevoir) নগরস্থ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহার পরিবার-ভুক্ত মহিলাগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধে জোয়ান্ সৈনিক-বেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভদ্র-মহিলার যোগ্য পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণের হস্ত হইতে আত্ম-সম্মান রক্ষা-কল্পেই তিনি ঐরূপ পুরুষ-জনোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন এইভাবে কালাতিপাত করার পর, জোয়ানের হৃদয় তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য অতীব চঞ্চল

হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া এক দিন গোপনে প্রাসাদ-প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভূমিতলে নিপতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি পুনরায় প্রাসাদে নীত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই লুক্‌সেম্‌বুর্গের আত্মীয়াগণের আন্তরিক যত্নে ও পরিচর্য্যায় তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন।

এই ঘটনার পর ডিউক্-অব্-লুক্‌সেম্‌বুর্গ্ জোয়ান্‌কে তাঁহার নিকট রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া ডিউক্-অব্-বার্গাণ্ডির নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ডিউকের আদেশ-ক্রমে জোয়ান্ স্কার্প্ (Scarpe) নদীর তটস্থ আর্‌রা (Arras) নগরের সুরক্ষিত কারা-গৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। কিয়দ্দিন পরে তাঁহাকে আর্‌রা নগর হইতে ক্রোতোয়া (Crotoy) নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইল।

অতঃপর জোয়ান্ জনাকীর্ণ রাজ-পথের মধ্য দিয়া প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া সাধারণ বন্দীর ন্যায় শৃঙ্খলিত-অবস্থায় রুয়ঁা নগরের দুর্গে নীত হইলেন। অশিক্ষিত ও চরিত্র-হীন সৈনিকগণের ক্ষমতাধীনে তাঁহাকে

কাল-যাপন করিতে হইবে দেখিয়া, তিনি পুনরায় পুরুষ-জনোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। এই স্থানে কারাবাস-কালে কাউণ্ট্-দে-লিঞি (Count de Ligny), আর্ল্-অব্-ওয়ারউইক্ (Earl of Warwick) ও অপর একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে সমভিব্যবহারে লইয়া জোয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। জোয়ানের বন্ধন-দশা দর্শনে কাউণ্ট্ পরিহাস-পূর্ব্বক বলিলেন :—

"জোয়ান্, আমি তোমায় কারামুক্ত করিতে আসিয়াছি। কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমাদের বিরুদ্ধে আর কখনও অস্ত্র-ধারণ করিবে না।" বন্দিনী বীরাঙ্গনা এই পরিহাস-বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তিরস্কার-ব্যঞ্জক-স্বরে নির্ভীক-চিত্তে উত্তর করিলেন :—

"আপনি আমায় উপহাস করিতেছেন। আমায় কারা-মুক্ত করিবার আপনার কোন অধিকার নাই, সেরূপ ইচ্ছাও নাই। আমি বেশ জানি, ইংরাজেরা আমার প্রাণ-নাশ করিবেন। তাঁহাদের ধারণা, আমার মৃত্যুতে ফ্রান্স্ তাঁহাদের হস্তগত হইবে। কিন্তু সে আশা তাঁহাদের বৃথা হইবে। ইংরাজেরা যদি সংখ্যায় লক্ষ গুণেও বৃদ্ধি পান, তথাপি ফ্রান্স্ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিবে না।"

জোয়ানের এই বীরোচিত বাক্য কাউণ্ট্-এর সহচর ইংরাজটির অসহ্য হইয়া উঠিল। বীর-চূড়ামণি ইংরাজ-ভূপতি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ-শৃঙ্খলিত, নিরাশ্রয় জোয়ানের বুকে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।* কিন্তু আর্ল্-অব্-ওয়ারউইক্ তাঁহার এই কাপুরুষোচিত কার্য্যে বাধা দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত কারাগারের সামান্য প্রহরীরা পর্য্যন্তও তাঁহার সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিত।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ-ঐতিহাসিক টার্ণার সাহেব (Turner) যেরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় জোয়ানের কারা-যন্ত্রণার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলেন :—

"Her feet and legs were fettered to a strong chain, which traversed the end of her bed, and was locked to large piece of wood, five feet long. Another chain was fastened around the middle of her thin and spare body so that she could not move from her place.

(* See Michelet's History of France Translated by Smith. Vo. II. Page 145)

"A cage of iron was sworn to have been made for her, in which she was fastend by the neck, feet and hands, from the time of her arrival at Rouen to the first day of her trial"*

অর্থাৎ তাঁহার পদদ্বয় সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হইয়াছিল। পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ-খণ্ডের সহিত সেই শৃঙ্খল সংযুক্ত হইয়াছিল। এই শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য এতদূর ছিল যে, ইহা তাঁহার (জোয়ানের) শয্যা-প্রান্ত অতিক্রম করিয়াছিল। অপর একটা শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার ক্ষীণ দেহের মধ্য দেশ এরূপ ভাবে বেষ্টন করা হইয়াছিল, যেন, তিনি স্থান-চ্যুত হইতে না পারেন। একটি লৌহ-পিঞ্জরও তাঁহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। রুয়াঁ নগরে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় হইতে বিচার-কার্য্য আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিবস পর্য্যন্ত, তাঁহাকে ইহার ভিতরে গ্রীবাদেশ ও হস্ত-পদাদি বদ্ধ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল।

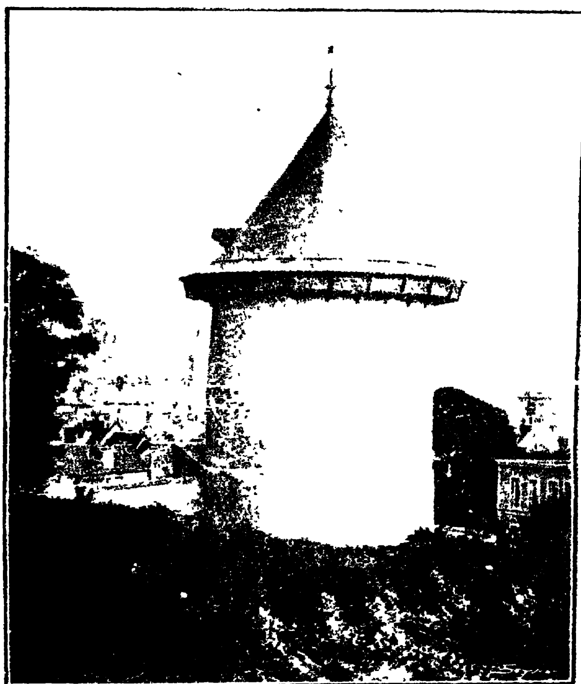
জোয়ান্ যখন শত্রু-হস্তে এই প্রকার অসহনীয় কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণ-শক্তি হারাইতেছিলেন, তখন

See Turner's History of England, Vol II, Page 593.

অকৃতজ্ঞ ও অপদার্থ রাজা চার্লস্ নিশ্চেষ্ট-ভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। যাঁহার কঠোর সাধনা-বলে ও বিজয়িনী শক্তির প্রভাবে চার্লস্ পর-হস্ত-গত রাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার অলৌকিক বীরত্বে ও জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফলে তিনি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই বীরাঙ্গনার উদ্ধার-কল্পে তিনি কোন প্রকার যত্নই করেন নাই। তাঁহার এই অমার্জ্জনীয় অকৃতজ্ঞতার দরুণ ইতিহাস তাঁহাকে চিরদিনের তরে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

—বিচার-প্রহসন—

জোয়ান্ যখন রুয়াঁ নগরের কারা-গৃহে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিনের পর দিন, শরীর ক্ষয় করিতেছিলেন, তখন শত্রুগণ তাঁহার ধ্বংসের পথ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা জোয়ানের বিচারায়োজনে মনোনিবেশ করিল। সামরিক বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইলে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন না। কারণ যুদ্ধ করিতে যাইয়া যাঁহারা



কুর্দি, নগরের দুর্গ

শত্রু-হস্তে ধৃত হন, তাঁহারা বীর-ধর্ম্মানুসারে সকল সভ্য জাতির নিকটই অবধ্য। কিন্তু জোয়ানের অপূর্ব্ব রণ-নৈপুণ্য ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ইংরাজেরা যার-পর-নাই শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন অসাধারণ প্রতিপত্তিশালিনী শত্রু-পক্ষীয় রমণীকে জীবিত রাখা কোন প্রকারেই নিরাপদ মনে করিলেন না। এই কারণে তাঁহার অস্তিত্ব-লোপের বাসনায়, তাঁহাকে 'শয়তানের শিষ্যা' ও 'প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-চারিণী' বলিয়া বিচারার্থ ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন।

তৎকালে কোশোঁ (Cauchon) নামক জনৈক ফরাসী, বোভে (Beauvais) নগরস্থ ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ (Bishop) ছিলেন। ইনি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিদেশীর নিকট আত্ম-বিক্রয়-পূর্ব্বক স্বদেশ ও স্বজাতিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে জোয়ানের বিরুদ্ধে ডাকিনী-বৃত্তির (witchcraft) অভিযোগ আনয়ন করাই তিনি ইংরাজদিগের অনুগ্রহ-লাভের একটি প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিলেন। কোশোঁর আনুকূল্য লাভ করায় ইংরাজদিগের সঙ্কল্প-সিদ্ধির পথ সরল হইয়া গেল। জোয়ান্ তখনও ডিউক্-অব্-বার্গাণ্ডির

তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এই কারণে ফ্রান্সের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিচারালয়ের 'প্রধান প্রতিনিধি' (Vicar General of Inquisition) ২৬-এ মে (অর্থাৎ জোয়ানের ধৃত হওয়ার তিন দিন পরে) ডিউক্‌কে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"জোয়ান্ নাম্নী যে রমণী আপনার নিকট বন্দিনী হইয়া আছে, আমার বিশ্বাস, সে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-চারিণী। সুতরাং ধর্ম্ম ও ন্যায়ের নামে আমরা পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণের (Holy Inquisition) পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিচারার্থ এখানে প্রেরণ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

বলা বাহুল্য যে, ইংলণ্ডের কার্দ্দিনাল্-অব্-উইন্-চেস্‌টারের (Cardinal of Winchester) আদেশ-ক্রমেই ভাইকার্ ঐরূপ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ডিউক্-অব্-বার্গাণ্ডি (Duke of Burgundy) ভাইকারের প্রেরিত পত্রানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তখন প্যারীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণ জোয়ান্‌কে বিচারার্থ ধর্ম্মাধিকরণের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য ডিউকের নিকট পৃথক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। প্যারী নগর তখন ইংরাজদিগের শাসনাধীন ছিল। সুতরাং সেখানকার শ্রেষ্ঠ লোকেরা

তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। ডিউক্ ইংরাজদিগের সহিত নানা প্রকার স্বার্থ-সূত্রে জড়িত ছিলেন বলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এদিকে দেশদ্রোহী কোশোঁও ইংলণ্ডাধিপতি ষষ্ঠ হেন্‌রীর নিকট এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, জোয়ান্ তাঁহার অধিকার-ভুক্ত সীমার মধ্যে ধৃত হওয়ায়, তিনি জোয়ানের বিচার-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন।

হেন্‌রী এই পত্র পাঠে আনন্দিত হইয়া ১২ই জুন (১৪৩০ খ্রীঃ) তারিখে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে লিখিয়া জানাইলেন,—"জোয়ানের বিচার-কার্য্যের ভার বোভে নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোশোঁ ও পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণের প্রতিনিধির উপর অর্পিত হইল।" যে সময়ে জোয়ানের বিচার-সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে ইংরাজদিগের অধিকৃত আরও দুইটী নগর ফরাসীদিগের হস্তগত হয়। কার্দ্দিনাল্-অব্-উইন্‌চেষ্টার (Cardinal of Winchester) এই অশুভ লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন; এবং ফরাসী-রাজ চার্ল্‌স্ একটি প্রেত-বিদ্যা-সম্পন্না নারীর

সহায়তায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন—ইহা প্রমাণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সভ্য-জগতের নিকট হীন করিবার অভিপ্রায়ে, অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত ইংলণ্ডাধীশ্বর ষষ্ঠ হেন্‌রীর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিলেন।

২রা ডিসেম্বর (১৪৩০ খ্রীঃ) ইংলণ্ডাধিপ হেন্‌রী প্যারী নগরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক উৎসব সমাধা হইল। জোয়ানের বিচার-কার্য্য আরম্ভে বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া রাজা হেন্‌রী ঐ বিষয়ে ত্বরা করিবার জন্য পুনরাদেশ করিলেন। এই আদেশ পাইয়া বিসপ্‌ কোশোঁ (Cauchon) দ্বিগুণ উৎসাহে বিচারায়োজনে নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন। জোয়ানের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্বন্ধে যাহাতে দূষণীয় প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার জন্মস্থান দম্‌রেমি গ্রামে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। কোন কোনও ঐতিহাসিক বলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহার্থ অপরাপর স্থানেও গুপ্তচরেরা গমন করিয়াছিল।* ক্ষুধিত গৃধ্র যেমন গলিত শবের অন্বেষণে সর্ব্বত্র

* But, as in the greatest judicial investigation in history, it was necessary to obtain false witnesses, in order to accomplish the object in view, so the enemies of the maid were in some difficulty to procure such evidence as would incriminate her. (The Patriot Martyr.—Page 85,)

ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহারাও তেমনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিল। কিন্তু কোথাও জোয়ানের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না। যেখানেই এই সকল গুপ্তচরেরা জোয়ানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিল, সেখানেই জনসাধারণ তাঁহার এই বিপদে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিল ;—কেহ কেহ বা তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর কথা বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিয়াছিল, এবং কেহ-বা তাঁহার নানা প্রশংসাবাদ করিয়াছিল।

বিচার-কার্য্য আরম্ভ

১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী জোয়ানের বিচার আরম্ভ হইল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোশোঁ ও ধর্ম্মাধিকরণের প্রতিনিধি বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। আট জন বহুদর্শী ব্যবহার-বিশারদ (Lawyers) ও অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিচার-কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। জোয়ান্‌কে 'ডাকিনী' ও 'প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-চারিণী' বলিয়া অভিযুক্ত করিবার জন্য প্রধান বিচারপতি কোশোঁ যে সমুদয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উপস্থিত ব্যক্তি-

দিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুসারে তাহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইহাতে কোশেঁা অনন্যোপায় হইয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য স্বেচ্ছানুসারে কয়েক জনকে বিচার-কার্য্যের সাহায্যকারী রূপে মনোনীত করিয়া লইলেন ; এবং যাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছিল ও যে সমুদয় স্বাধীন-চিত্ত ব্যক্তি তাঁহার স্বেচ্ছাচার বিচার-প্রণালীতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে অপসারিত করিলেন।

এইরূপে সিদ্ধিপথের কণ্টক দূরীভূত ও বিচারের যাবতীয় উপকরণ সুচারু-রূপে সজ্জিত হইলে পর,২০-এ ফেব্রুয়ারী জোয়ান্‌কে বিচালয়ে উপস্থিত করা হইল। সেই-দিনকার অধিবেশনে কোশেঁা জোয়ান্‌কে বিচারকদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সেকালের বিচার-পদ্ধতি বর্ত্তমান কালের মত ছিল না। অভিযুক্তকে জেরা করা দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। এই কারণে কোশেঁা প্রমুখ বিচারকগণ জোয়ান্‌কে জেরা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুত্তরে জোয়ান্ বলিলেন,—"আপনারা আমায় কি প্রশ্ন করিবেন,

তাহা আমি জানি না। হয়ত এমন কোন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না।”

তিনি তাঁহার দৈব-বাণী-সংক্রান্ত ঘটনা ভিন্ন আর সমুদয় বিষয়েই সরল-ভাবে উত্তর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিচারগণকে জানাইলেন যে, যদি তাঁহার শিরশ্ছেদও করা হয়, তথাপি তিনি দৈব-বাণীর বিষয় কিছুই বলিবেন না। জোয়ানের এই প্রকার দৃঢ়তাব্যঞ্জক উত্তর সত্ত্বেও কোশোঁ তাঁহাকে দৈব-বাণীর বিষয়ে সত্য প্রকাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ২২-এ ও ২৪-এ তারিখের অধিবেশনেও তাঁহাকে ঐ বিষয়েই পুনরায় পীড়াপীড়ি করা হইল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অটল রহিলেন।

বিচারকগণ তাঁহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বয়স প্রায় ঊনবিংশ বৎসর। তৎপর জোয়ান্ বিচারকগণ-সমীপে তাঁহার শৃঙ্খল-বন্ধন-জনিত যন্ত্রণার অভিযোগ করিলে, কোশোঁ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—“তুমি পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ বলিয়াই, তোমাকে বাধ্য হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে।” উত্তরে জোয়ান্ নির্ভীকভাবে বলিলেন,—

"আমি যে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছি, সে কথা সত্য। এরূপ চেষ্টা কোন বন্দীর পক্ষে দূষণীয় নহে।"

চতুর্থ দিবসের অধিবেশনে জোয়ান্ সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিলেন, এবং তিনি যথার্থই যে দৈব-বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে কথাও স্বীকার করিলেন। কিন্তু দৈব-বাণী তাঁহাকে কি আদেশ করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য বিচারকগণ তাঁহাকে পীড়ন করায়, জোয়ান্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আমি তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে পারি না। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষা স্বর্গ-দূতকে অসন্তুষ্ট করিতে আমি অধিক ভয় করি। আমার প্রার্থনা, এ বিষয়ে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।" একথা শুনিয়া কোশোঁ বলিলেন,—"সত্য কথা বলা কি পাপ?" জোয়ান্ দৃঢ়তার সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন,—"স্বর্গ-দূত আমায় যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা আপনাদের জন্য নয়,—রাজার জন্য।" উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি আরও বলিতে লাগিলেন,—"আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি; এখানে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি, আমাকে

তাঁহার নিকট প্রেরণ করুন। আপনারা বলিতেছেন আপনারাই আমার বিচার-কর্ত্তা। ভাবিয়া দেখুন, আপনারা কি করিতেছেন। সত্যই আমি দেব-প্রেরিত; তবে জানিয়া রাখুন, আপনারা স্বেচ্ছায়ই বিপন্ন হইতেছেন।”

জোয়ানের এই তেজস্বিতা-পূর্ণ বাক্যে গর্ব্বিত বিচারকগণ যার-পর-নাই উত্তেজিত হইলেন, এবং নিতান্ত হীন-প্রকৃতি লোকের ন্যায় জোয়ান্‌কে অন্যায় ও জটিল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—“জোয়ান্ তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, তুমি দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে?” বলা বাহুল্য যে, এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ‘হাঁ’ কিম্বা ‘না’ বলা উভয়ই বিপজ্জনক। কারণ, ‘না’ বলিলে প্রতিপন্ন হইত যে, জোয়ান্ দেবানুগ্রহ হইতে বঞ্চিতা। পক্ষান্তরে ‘হাঁ’ বলিবার পথও জোয়ানের পক্ষে রুদ্ধ ছিল। যেহেতু এই পাপ-প্রলোভন-পূর্ণ জগতে নিতান্ত দাম্ভিক ভিন্ন কেহই দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারেন না যে, “আমি দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি।”*

* Michelet's History of France, Translated by Smith Vol. II. Page 141.

বিশেষতঃ খ্রীষ্টান সমাজে আপনাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া প্রচারিত করা নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু জোয়ান্ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া প্রকৃত খ্রীষ্ট-ভক্তের ন্যায় উত্তর করিলেন,—"যদি আমি দেবানুগ্রহ না পাইয়া থাকি, তবে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমায় তাঁহার অনুগ্রহ প্রদান করেন। আর যদি পাইয়া থাকি, তবে প্রার্থনা—তিনি যেন আমায় তাহা হইতে কখনও বঞ্চিত না করেন।" তিনি আরও বলিলেনঃ—"আহা! আমি যদি সত্য সত্যই দেবানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি, তবে আমার ন্যায় ঘোরতর পাপীয়সী এ জগতে আর কে আছে? কিন্তু আমাতে যদি কোন প্রকারের পাপ থাকিত, তবে নিশ্চয় আমি দৈব-বাণী শুনিতে পাইতাম না। আমার একান্ত ইচ্ছা,—যেন আমার ন্যায় প্রত্যেকেরই উহা শ্রবণ-গোচর হয়।" জোয়ানের এই প্রাজ্ঞোচিত উত্তরে বিচারকগণের উত্তেজনা ও বিদ্বেষ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারা হত-বুদ্ধি হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার-কার্য্য স্থগিত রাখিলেন।

অতঃপর পুনরায় দ্বিগুণ তেজের সহিত তাঁহারা বিচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন, এবং জোয়ানের সর্ব্বনাশ

সাধনের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে চতুর্থ দিবসের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গেল।

পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে বিচারকগণ জোয়ান্‌কে নিতান্ত নীচ ভাবের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপর জোয়ান্‌কে 'শয়তানের শিষ্যা' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি কতগুলি অন্যায় ও অবান্তর প্রশ্ন করা হইল। বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার, তুমি যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহা যথার্থই স্বর্গ-দূতের?" জোয়ান্ প্রত্যুত্তরে নির্ভয়ে বলিলেন,—"হাঁ, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস যতটা স্থির, এ বিষয়ও ততটা দৃঢ়।" তৎপর তাঁহার পতাকা সম্বন্ধে ও অপরাপর বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল।

—তুমি কি সৈন্যগণকে বল নাই যে, তুমি যে রকমের পতাকা ব্যবহার কর, তাহা শুভ ফল প্রদান করিবে?

—না, আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, বীরের ন্যায় ইংরাজদিগের সম্মুখীন হও, আমি তোমাদের অনুসরণ করিব।

—আচ্ছা, যে সব লোক তোমার হস্তপদ ও পরিচ্ছদাদি চুম্বন করিত, তাহারা কোন্ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া আসিত ?

—তাহারা আপনা হইতেই আসিত। কারণ আমি কখনও তাহাদের কোন অনিষ্ট করি নাই; বরং তাহাদের সেবায় নিজকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করিতাম।

বলা বাহুল্য, কোশোঁর মনোনীত এসেসরগণের (বিচার-কার্য্যের সাহায্যকারী) মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ অবান্তর প্রশ্নের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবাদে কোন সুফল ফলিল না। পক্ষান্তরে এই সকল বিরুদ্ধবাদিগণকে বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিয়া, জোয়ানের অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিবার সুযোগ প্রদান করা কোশোঁ সমীচীন মনে করিলেন না। তিনি অচিরে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। অতঃপর ১০-ই হইতে ১৭-ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে যে কয়েকটি অধিবেশন হইল, তাহাতে কোশোঁ অত্যল্প সংখ্যক এসেসর লইয়া সম্পূর্ণ গোপনে বিচার-কার্য্য পরিচালিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত বিচারের স্থানও পরিবর্ত্তিত করা হইল। প্রথমতঃ রুয়াঁর রাজকীয়

প্রাসাদেই বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইত। কিন্তু পরে কোশোঁর আদেশানুসারে তত্রত্য কারাগারের অভ্যন্তরে বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় জন-সাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। বিচার-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া জোয়ান্‌কে নানা প্রকার সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রশ্ন করা হইত।

১৭-ই মার্চ্চের পর প্রথম যে অধিবেশন হইল, তাহাতে বিচারকগণ জোয়ান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতা মাতার বিনানুমতিতে গৃহত্যাগ করা কি তোমার উচিত হইয়াছে?"

—"তাঁহারা আমায় ক্ষমা করিয়াছেন। আমি ভগবানের আদেশ পালন করিয়াছি। সুতরাং যদি শত সহস্র পিতামাতাও আপত্তি করিতেন, তথাপি গৃহত্যাগ করা আমার পক্ষে অন্যায় হইত না। কারণ ভগবানের আদেশ পাইয়াছিলাম।"

—"জাতীয় পর্ব্বদিনে প্যারী নগর আক্রমণ করা কি উচিত হইয়াছে?"

—"অবশ্য জাতীয় পর্ব্বদিন পালন করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।"

—"বোরেভোয়া নগরের প্রাসাদ হইতে তুমি লাফাইয়া পড়িয়াছিলে কেন ?"

—"আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম, কঁপিয়েন্-এর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইবে ; এবং আরও জানিয়াছিলাম যে, আমাকেও ইংরাজদিগের নিকট বিক্রয় করা হইবে। সুতরাং তাঁহাদের অধীন হওয়া অপেক্ষা আমি মৃত্যুই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলাম।

—"তুমি যে অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে, তাহাতে কি কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল ? যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি বারংবার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কেন ?

—"কারণ তাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম অঙ্কিত ছিল।"

এইরূপে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও বিচারকগণ জোয়ান্‌কে অপরাধিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন না। অতঃপর জোয়ান্ ধর্ম্ম-মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে সম্মত আছেন কিনা, বিচারকগণ তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জোয়ান্ তদুত্তরে বলিলেন,—"আমি ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিয়াছি। সুতরাং

আমার সমুদয় কার্য্যের জন্য আমি একমাত্র তাঁহারই নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।" বিচারকগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর এই ধর্ম্ম-মন্দিরের কর্ত্তৃ-পক্ষের নিকট?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন:—"আমি আর কোনও উত্তর দিব না।"

জোয়ানের এই প্রকার প্রত্যুত্তরে বিচারালয়ে বিষম গোলযোগের সঞ্চার হইল। বিচারক ও এসেসরগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। একজন এসেসর এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিলেন যে, জোয়ান্ শুধু এক ঈশ্বর ভিন্ন পোপ, বিসপ্ প্রভৃতি ধর্ম্ম-যাজক—ইঁহাদের কাহাকেও মানে না। অপর একজন ব্যবহার-বিশারদ ব্যক্তি বলিলেন যে, এই প্রকারে অভিযুক্তা বালিকাকে কোন ব্যবহারাজীবের পরামর্শ গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। আর দুইজন ধর্ম্ম-যাজক এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে, জোয়ানের বিচার ধর্ম্ম-গুরু স্বয়ং পোপের তত্ত্বাবধানে হওয়াই সমুচিত।

জোয়ানের ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করার উক্তি হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জোয়ান্ প্রকৃত-পক্ষে পোপের নিকটই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

জোয়ান্ যে প্রকৃত-প্রস্তাবে পোপের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারেন, তাহা তাঁহাকে সুস্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। যদিও আসামীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করা, কিম্বা আসামীকে কোন প্রকারের উপদেশ প্রদান করা, সে কালে বিধি-সঙ্গত ছিল না, তথাপি কোশেঁার অন্যায় বিচার-প্রণালীর মূলে কুঠারাঘাত করা একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাঁহারা এস্থলে সে বিধির উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং জোয়ান্কে পোপের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে পর দিবস অধিবেশনের প্রারম্ভেই জোয়ান্ পোপের নিকট যথাবিধি বিচার প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রার্থনায় কোশোঁ যার-পর-নাই ক্রোধান্বিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ কারাগারের প্রহরিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জোয়ানের সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিয়াছিল কি না? কোশেঁার ক্রোধ দেখিয়া, তদবধি এই ধর্ম্ম-যাজক-দ্বয় ও পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার-বিশারদ ব্যক্তি বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করিলেন, এবং এসেসরের পদও পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের

পদ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সুবিচারের যে সামান্য একটু আশা ছিল, তাহাও লোপ পাইল।

এদিকে কোশোঁ জন্ লোহেয়ার নামক রুয়াঁর একজন বিখ্যাত ও বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবকে বিচার সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখাইলেন। ঐ ব্যক্তি সমস্ত কাগজ-পত্র পাঠ করিয়া কোশোঁর সম্পূর্ণ প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার বিচার-পদ্ধতিতেও দোষারোপ করিলেন।

একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবের এই প্রকার প্রতিকূল মত সত্ত্বেও কোশোঁ নিরস্ত হইলেন না। জোয়ান্ এযাবৎ বিচারকদিগের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, কোশোঁ তৎসমুদয় হইতে একজন কূট-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যবহারাজীবের সহায়তায় কতগুলি অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। অধিকন্তু কোশোঁর মনোনীত নূতন এসেসরগণও জোয়ানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং তাঁহার সংকল্প-সিদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিল না।

অতঃপর ইষ্টার-পর্ব্বের পূর্ব্ব সপ্তাহে জোয়ান্ পীড়িত হইলেন। এই সপ্তাহের রবিবার দিন ধর্ম্ম-মন্দিরের উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য তাঁহার

হৃদয় অত্যধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি সেই পর্ব্বদিনেও পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত অন্ধকারময় কারা-গৃহের নির্জ্জন কক্ষে অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইলেন। রবিবার অতীত হইল, সোমবারও গত হইল। তথাপি কারা-কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল না।

তৎপর মঙ্গলবার দিবস তিনি পুনরায় বিচারালয়ে নীত হইলেন। এই দিনকার অধিবেশনে কোশোঁ তাঁহাকে অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তখন বিচারকগণ তাঁহার পুরুষ-বেশ সম্বন্ধে বলিলেন যে,—যাহারা জাতীয় বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করে, তাহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে দোষী, এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও নিতান্ত ঘৃণার্হ। জোয়ান্ রমণী হইয়াও তাঁহার জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষ-জনোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়াছেন,—ইহাই বিচারকদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইল। বিচারকগণের এই সিদ্ধান্ত হইতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সংকীর্ণতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল তত্ত্বের প্রতি ঔদাসীন্য প্রতিপন্ন হয়। জোয়ান্ বিচারকগণের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে প্রথমতঃ

কিছুই বলিলেন না। পরে তিনি ইহার যথার্থ উত্তর দিবার জন্য এক দিনের সময় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। তখন জোয়ান্ বলিলেনঃ—"আমি ঠিক বলিতে পারি না, কখন আমি এ বেশ পরিত্যাগ করিব।"

জোয়ান্ কেন পুরুষ-বেশ পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না, তাহা তিনি রমণী-সুলভ লজ্জা বশতঃ বিচারকদিগের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, কারাগারে তাঁহার প্রতি নানা প্রকার নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সমুদয় বিবরণ কারা-কাহিনীতে বিশদরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিন জন অসভ্য সৈনিক-পুরুষ তাঁহার উপর পাহারা দিবার জন্য দিবারাত্রি তাঁহার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিত।

পরবর্ত্তী রবিবার—ইষ্টার-পর্ব্বদিন জোয়ান্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, ঐদিন তিনি অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের সহিত বিসপের প্রেরিত একখণ্ড মৎস্য উদরস্থ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রুগ্ন দেহের দৌর্ব্বল্য ভয়ানক-রূপে বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি মুমূর্ষু দশায় পতিত হইলেন। অনেকে অনুমান

করেন, বিসপ্ কোশোঁ। এই ক্লেশ-দায়ক বিচার-ভার হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় জোয়ান্‌কে মৎস্যের সহিত বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্ল্-অব্-ওয়ারউইক্ (Earl of Warwik) এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে কিছুতেই এভাবে মরিতে দেওয়া হইবে না। যে প্রকারেই হউক তাঁহাকে রোগ-মুক্ত করিতেই হইবে। তাঁহার বহু চেষ্টার ফলে ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তায় জোয়ান্‌কে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করা হইল।

জোয়ান্ ধীরে ধীরে আরোগ্য-লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, শয্যা হইতে মাথা তুলিতেও কষ্ট অনুভব করিতেন। এ অবস্থায় ১৮-ই এপ্রিল (১৪৩১ খ্রীঃ) তারিখে জোয়ান্ যখন রোগ-ক্লিষ্ট-দেহে, অবসন্ন-মনে নির্জ্জন কারা-কক্ষের এক কোণে শায়িতা ছিলেন, তখন হৃদয়হীন বিচারকেরা তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপরাধ স্বীকার-পূর্ব্বক আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য পুনরায় পীড়াপীড়ি করিলেন। কারণ ধর্ম্মদ্বেষিণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা সহজ-সাধ্য হইত। কিন্তু জোয়ানের দৃঢ়তা পূর্ব্ববৎ বলবতী

রহিল। তিনি কিছুতেই তাঁহাদের কথায় আপনাকে ধর্ম্মদ্বেষিণী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইয়া জোয়ান্‌কে ভীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—"যদি তুমি আমাদের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হও, তবে তোমার উপর নানা প্রকার নির্য্যাতন করা হইবে, এবং ধর্ম্মদ্বেষিণী বলিয়া তোমাকে আমরা পরিত্যাগ করিব।" রুগ্না বালিকা ক্ষীণ-কণ্ঠে দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন ঃ—"আমি প্রকৃত খ্রীষ্টান। যথা-বিহিত-রূপে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, এবং প্রকৃত খ্রীষ্ট-ভক্তের ন্যায়ই মৃত্যুকে আমি সানন্দে আলিঙ্গন করিব।"

তৎপর ২-রা মে একজন ধর্ম্ম-যাজক পুনরায় তাঁহাকে ধর্ম্ম-মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জোয়ান্ এবারও দৃঢ়তার সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন ঃ—"যিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের বিধান-কর্ত্তা, আমি একমাত্র তাঁহারই নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি।" ধর্ম্মযাজকটি ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কহিলেন ঃ—"তবে আমরাও তোমাকে জীয়ন্ত দগ্ধ করিয়া মারিব। তোমার শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে, তুমি আমাদের কথানুসারে কার্য্য করিবে না।"

অতঃপর ১১ই মে তাঁহারা পুনরায় কারা-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ ভীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কহিলেন ঃ—"জোয়ান্ এখনও পথে আইস, ঘাতককে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। এবার তোমায় নির্য্যাতন করা হইবে।" জোয়ান্ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বীরোচিত ওজস্বিতার সহিত কহিলেন ঃ—"ভগবানই আমার জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা। আমি তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি। আপনারা যদি আমার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলেন, তবু আমি কিছু বলিব না।" জোয়ানের এই প্রকার বীরোচিত উত্তরে কোশোঁর সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

এদিকে প্যারী নগরস্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই বিচারের প্রাথমিক বিবরণ পাঠ করিয়া জোয়ানের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, ও কোশোঁ-র বিচার-পদ্ধতির সাধুবাদ করিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট হইতে এই প্রকার অনুকূল মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া কুটিল-মতি বিচারক ও এসেসরগণ জোয়ান্‌কে জীয়ন্তে দগ্ধ করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদিগের প্রভু ইংরেজেরা সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। কারণ জোয়া-

নের নিকট হইতে একটা স্বীকারোক্তি লিখাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষিণী বলিয়া প্রমাণ-পূর্ব্বক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা, এবং ফরাসী-রাজ চার্ল্‌স্ এইরূপ একটি ধর্ম্মদ্বেষিণী বালিকা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে সভ্য জগতের নিকট হীন করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ইংরাজেরা জোয়ানের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি করাইয়া লইবার জন্য অপর একজন সুচতুর ধর্ম্ম-যাজককে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জোয়ান্ তাঁহাকেও কহিলেনঃ—"যদি আমি অনল-কুণ্ডেও নিক্ষিপ্ত হই, তথাপি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিব না।"

এইরূপে জোয়ানের বিষয় কোনও শেষ মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া কার্ড্ডিনাল্ অস্থির হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ জনসাধারণের সহানুভূতি ক্রমে ক্রমে জোয়া-নের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। এই কারণে কার্ড্ডিনাল প্রকাশ্য স্থানে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিচারের পরি-সমাপ্তি করিবার সংকল্প করিলেন। তদনুসারে ২৩-এ মেরুয়াঁ নগরের কোন এক প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-মন্দিরের সমীপ-বর্ত্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

কার্দ্দিনাল্ স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিচারক, ধর্ম্ম-যাজক, এসেসর ও ব্যবহারাজীব ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক লোক বিচার-কার্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল।

বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে কোশোঁর পক্ষীয় একজন লোক জোয়ানের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— "জোয়ান্! এখনও বলিতেছি সময় আছে। তুমি শুধু আমাদের উপদেশানুসারে একটা স্বীকারোক্তি-মূলক দলিলে স্বাক্ষর কর। তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরের তত্ত্বাবধানে রাখিব।" ধর্ম্ম-মন্দিরে থাকিতে পাইবার কথা শুনিয়া জোয়ান্ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনি লিখিতে জানিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রদত্ত দলিলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপনার্থ স্বহস্তে একটি 'ক্রুশ' চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। ইংরাজদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কিন্তু জোয়ান্ যে আশার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া 'স্বীকারোক্তি' করিয়াছিলেন,তাহা অচিরাৎ স্বপ্নে পরিণত হইল। প্রধান বিচারপতি কোশোঁ। দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন:—"জোয়ান্! যে কারাগৃহ হইতে আসিয়াছ পুনরায় তথায় প্রতিগমন



অগ্নিকুণ্ডে বীরাঙ্গনা

কর, এবং তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপ করিয়া কালাতিপাত কর।” এই প্রতারণা-মূলক দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া জোয়ান্ নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। যে পশু-প্রকৃতি সামরিক কর্ম্মচারিগণের হস্ত হইতে আত্ম-সম্মান রক্ষা-কল্পে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রকার ‘স্বীকারোক্তি’ করিলেন, পুনরায় তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে কালাতিপাত করিতে হইবে জানিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ‘স্বীকারোক্তি’ প্রত্যাহার করিলেন। ইহাতে সৈনিকদিগের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার উদ্ভব হইল, এবং বিচারকগণও বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। সে-দিনকার জন্য বিচার-কার্য্য স্থগিত রহিল, এবং জোয়ান্‌কে কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইল।

ঐদিন রজনীতে জোয়ান্ যখন পুরুষ-বেশ পরিত্যাগ করিয়া নৈশ-পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক শয্যায় গমন করিলেন, তখন ইংরাজ-পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ চক্রান্ত করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ পুরুষ-বেশ অপসারিত করিলেন, এবং তৎস্থানে রমণী-জনোচিত পরিচ্ছদ রাখিয়া দিলেন। সুতরাং পর দিবস তাঁহাকে বাধ্য হইয়া রমণীর বেশ গ্রহণ করিত হইল। পর দিন কারা-

ধ্যক্ষেরা তাঁহার রমণীর পরিচ্ছদ অপসৃত করিয়া তৎ-স্থানে পুরুষ-পরিচ্ছদ রাখিয়া দিলেন।

তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার রমণী-বেশ অপসৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি পুনরায় পুরুষ-বেশই পরিধান করিলেন। ইহাতে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ সরল হইয়া গেল। কারণ খৃষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত দোষাবহ ও প্রাণদণ্ডের যোগ্য। এই কারণ পর দিবস ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোশেঁা ধর্ম্মাধিকরণের প্রতিনিধি ও অপরাপর এসেসরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া কারাগারে জোয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন জোয়ান্ বলিলেন ঃ—"অন্য পরিচ্ছদ না পাওয়ায় আমি পুনরায় পুরুষ-বেশ গ্রহণ করিয়াছি। আমি এখনও এ বেশ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমায় এ কারাগার হইতে ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রেরণ করুন। কিন্তু তাঁহার এই সমুদয় কথায় বিচারকগণ কর্ণপাত করিলেন না।

অনল-কুণ্ডে

"মরণের সাথে খেলিতে খেলিতে,
এসেছি মা এতদূরে,
ডাকিছে আবার সাধের মরণ,
সুনীল মেঘের পুরে।"

মানকুমারী—

অনল-কুণ্ডে

—ঃ০ঃ—

বিচার কার্য্যের পরিসমাপ্তি—

প্রাণদণ্ডের আদেশ

২৯-এ মে তারিখে কোশেঁা এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, আগামী কল্য ধর্ম্মদ্বেষিতার অপরাধে জোয়ানের জীবন্ত দেহ অনল-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। রুয়ঁা নগরের একটি পুরাতন বাজারে বধ্যভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল। ৩০-এ মে প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় জোয়ান্ রমণী-বেশে সজ্জিত হইয়া বধ্য-ভূমিতে নীত হইলেন। তথায় তিনটি মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল। একটির উপরে ইংলণ্ডের রাজকীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল; অপরটিতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোশেঁা, ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান প্রতিনিধি, এসেসর ও ধর্ম্মযাজকগণ সমাসীন ছিলেন। তৃতীয়টি স্তূপীকৃত সমিধ্-রাশিতে প্রস্তুত; তদুপরি একটি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ডের সহিত সর্ব্বাঙ্গ শৃঙ্খলিত অবস্থায় বীর-বালিকা জোয়ান্‌কে দণ্ডায়মান করান হইয়াছিল। তাঁহার মস্তকের উপরে একখানি কাষ্ঠ-ফলক স্থাপিত

করিয়া তাহাতে "স্বধর্ম্মত্যাগিনী, ধর্ম্মদ্বেষিণী, মূর্ত্তি-পূজক"—এই কয়টি কথা খোদিত করা হইয়াছিল।

প্রথমতঃ একজন পুরোহিত যথারীতি উপাসনা-কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক জোয়ানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ—"যাও জোয়ান্, শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ কর। তুমি স্বধর্ম্মত্যাগিনী, সুতরাং আমরা তোমায় আর রক্ষা করিতে পারি না।" অতঃপর জোয়ান্ নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কিয়ৎক্ষণ ভগবদারাধনা করিলেন, এবং পরে উপস্থিত জন-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ—"আপনারা সকলে আমার আত্মার কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।"

তিনি এরূপ আবেগের সহিত এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার শত্রুগণের মধ্যেও অনেকে অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না। দেশ-দ্রোহী কোশোঁর চক্ষু হইতেও কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কোশোঁ চক্ষু মুছিয়া দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিয়া শুনাইলেন ঃ—

"তুমি শয়তান দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপকর্ম্ম করিয়াছ। সুতরাং আমরা তোমায় স্বধর্ম্মত্যাগিনী বলিয়া প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলাম।"

শেষ দৃশ্য—

বীরাঙ্গনার আত্ম-ত্যাগ

—)ঃ*ঃ(—

বীর-বালিকা মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন, এবং একটি 'ক্রুশ-দণ্ডের' প্রার্থনা করিলেন। একজন ইংরাজ তাঁহার হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা একটি 'ক্রুশ' প্রস্তুত করিয়া জোয়ান্‌কে প্রদান করিলেন। জোয়ান্‌ উহা আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্যের ন্যায় ভক্তি-ভরে বক্ষে ধারণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। রৌদ্র-দীপ্ত গগনাঙ্গন হইতে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বসুধা-তল উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। তখন জোয়ান্‌ যে কাষ্ঠরাশির উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, সৈনিকগণের আদেশ-ক্রমে ঘাতক তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে অনল-শিখা সংহার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া বীরাঙ্গনার গাত্র স্পর্শ

করিল। জোয়ান্ প্রথমে শঙ্কিত হইয়া 'জল' বলিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তিনি সে দৌর্ব্বল্য পরিহার করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এক অভিনব বলের সঞ্চার হইল। মানবী তখন দেবীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন :—

"আমি নিশ্চয়ই প্রতারিত হই নাই। যে বাণী আমার শ্রবণ-গোচর হইয়াছিল, তাহা সত্যই ভগবদ্বাণী।"

মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিশ্ব-বিধ্বংসী অনল-শিখায় ক্ষণ-জন্মা দেব-বালার পুণ্য-পূত দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

উপসংহার

"কলঙ্ক-কর্দ্দম-কালি,
ধুয়ে দিলে রক্ত ঢালি,
হোমানলে হূতি দিলে ও দেব-হৃদয়,
নিবারিতে মাতৃ-অশ্রু প্রাণ-বিনিময়!"

মানকুমারী-

উপসংহার

—):*:(—

আত্মোৎসর্গের ফল

তপস্বিনী বীরাঙ্গনা জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জ্ঞানে পূজা করিতেন, স্বজাতিকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এবং রাজাকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। স্বদেশ, স্বজাতি ও সম্রাটের হিত-কামনায় জীবনের প্রথম উষায় স্বাধীনতা-দেবীর মঙ্গল-মন্দিরে তিনি হাসি-মুখে আত্ম-দান করিলেন। সেই আজন্ম-পবিত্র বীর-ললনার অপাপ-বিদ্ধ দেহের অনাবিল রুধির-ধারায় দেবী-মন্দির রঞ্জিত হইল, বহু দিবসের পুঞ্জীকৃত পাপ-কালিমা বিধৌত হইল, পরাধীনতার পঙ্কিলতা দূরীভূত হইল। বিধাতার ইঙ্গিতে তিনি যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া, পার্থিব স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহা উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন।

অর্লেয়াঁ নগরকে বৈদেশিকের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত এবং সম্রাটকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জন্মভূমির সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া

দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ইহাই তাঁহার নিকট বিধাতার আদেশ-বাণী-রূপে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ-ভাবেসে স্বর্গীয় আদেশ-বাণী পালন করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায়ই তিনি জন্ম-ভূমিকে অনেক পরিমাণে শৃঙ্খল-মুক্ত দেখিয়া গেলেন।

ডি-ফ্লাভি নামক একজন অর্থ-পিশাচ দেশ-দ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে জোয়ান্ শত্রু-হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ কাল নানা প্রকার পৈশাচিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া পরিশেষে তিনি অনল-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ অনল-কুণ্ডের জ্বালাময়ী শিখায় ভস্মীভূত হইল। পাছে, বীরাঙ্গনার স্মৃতি-পূজা করিয়া পুনরায় ফরাসী জাতি স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে ইংলণ্ডের একজন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের (Cardinal of Winchester) আদেশ-ক্রমে জোয়ানের চিতাভস্ম নদী-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। * যে অমিত-তেজা বীর-ললনার অলৌকিক

* Winchester had the embers of her pyre swept into the Seine that there might remain upon the soil of France no vestige of the body or soul of the peasant girl who fought for its liberty.

(Lamartine's "Memoirs of Celebrated Characters." Vol II. Page 128).

বীর্য্যবত্তায় ইংরাজের বীর্য্য-বহ্নি নিষ্প্রভ হইল, যাঁহার অনুপ্রাণনায় ফরাসী জাতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, যাঁহার আত্ম-ত্যাগের মহিমা-মণ্ডিত দৃষ্টান্তে বিশ্ব-জগৎ স্তম্ভিত হইল, সেই শত্রু-রমণীর স্মৃতির শেষ নিদর্শন পর্য্যন্ত ধরা-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করাই ইংরাজগণ সমীচীন মনে করিলেন। এই কারণে বীরাঙ্গনার পবিত্র শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মরাশি—পুণ্য-স্মৃতির অন্তিম নিদর্শনটুকুও তাঁহারা রক্ষিত হইতে দিলেন না। কিন্তু চিতা-ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি আদর্শ-জীবনের স্মৃতি লোপ পাইত, তবে জগতে আত্ম-ত্যাগের ফল বৃথা হইত। ইংলণ্ডেরই এক-জন চিন্তাশীল মনীষী আত্ম-ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

The Martyr may perish at the stake, but the truth for which he dies may gather new lustre fron his sacrifice. The Patriot may lay his head upon the block, and hasten the triumph of the cause for which he suffers. The memory of a great life does not perish with the life itself but lives in other minds. *

* See Duty by Smiles, chapter V.

অর্থাৎ ধর্ম্ম-প্রাণ সাধু দাহন-দণ্ডে বিধ্বস্ত হইতে পারেন, কিন্তু যে সত্যের জন্য তিনি প্রাণ-ত্যাগ করেন, তাহা এই আত্মোৎসর্গের প্রভাবে নব প্রভায় মণ্ডিত হয়। দেশ-ভক্ত বীর বধ্য-কাষ্ঠে মুণ্ডপাত করিতে পারেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা অনতি-বিলম্বে সিদ্ধ হয়। কোন মহাপুরুষের স্মৃতি তাঁহার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কদাপি বিলুপ্ত হয় না, বরং পরকীয় হৃদয়ে তাহা জাগরূক থাকে।

——:০:——

সমগ্র ফ্রান্সের স্বাধীনতালাভ

ফরাসী জাতির পরবর্ত্তী বাইশ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য মনীষীর এই জ্ঞান-গর্ভ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। জোয়ান্ ফ্রান্সের বিভিন্ন নগর-সমূহ শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, এবং ইংরাজদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জন্মভূমির পবিত্র অঙ্গ হইতে দাসত্ব-শৃঙ্খল অনেকাংশে উন্মোচন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বৈদেশিকদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

যাইতে পারেন নাই। কারণ সমগ্র দেশের দাসত্ব মোচন করা তাঁহার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট ব্রতের অঙ্গীভূত ছিল না। তিনি শুধু স্বাধীনতা-দেবীর মঙ্গল-মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বজাতির বন্ধন-মোচনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া যাইবার জন্যই ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সুতরাং ফ্রান্স হইতে তখনও ইংরাজাধিকার লুপ্ত হয় নাই। নর্ম্মান্দি, প্যারী ও পঁতোয়াজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদ-সমূহে তখনও ইংরাজগণ আধিপত্য করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা স্থানে স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া লুপ্তাবশিষ্ট অধিকার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিধির বিধানে তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

সে জাতীয় দুর্দ্দিনেও ফ্রান্সে রাজা, প্রজা এবং সামন্ত-ভূপতিগণের (Dukes) মধ্যে অন্তর্ব্বিপ্লবের অবসান হয় নাই। কিন্তু বীরাঙ্গনার আত্ম-উৎসর্গের পর-বৎসর হইতে অর্থাৎ ১৪৩১ খ্রীঃ হইতে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নয় বৎসর কালের মধ্যেই ফ্রান্সের রাজ-নৈতিক গগনে বিধাতার কৃপায় সুবাতাস বহিল। ইহার ফলে ফরাসীদিগের মনোমালিন্য দূরীভূত হইল, ফ্রান্সের

সামন্ত-ভূপতিগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জ অন্তর্ব্বিবাদের কথা বিস্মৃত হইয়া রাজার সহিত আসিয়া মিলিত হইল, সমগ্র ফরাসী জাতি জাতীয় দুর্য্যোগের ভিতরও পুনরায় আলোকের সন্ধান পাইল। বিচ্ছিন্ন দেশবাসীর এই শুভ মিলনের ফলে ইংরাজগণ প্যারী-নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন— ফ্রান্স রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগর হইতে তাঁহাদিগের আধিপত্য চিরতরে লুপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের রাজনৈতিক গগনে উদীয়মান স্বাধীনতা-সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় কিরণচ্ছটায় ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব-প্রভা ম্লান হইতে লাগিল।

এই জাতীয় মিলনের পর হইতে রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের সূত্রপাত হইল। অতঃপর ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তের বৎসর কালের মধ্যে ফরাসী-রাজ সপ্তম চার্ল্‌স্‌ রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধানে তৎপর হইলেন। তিনি শাসন-বিভাগ ও সামরিক বিভাগের নানাবিধ সংস্কার করিলেন। এই সংস্কারের বলে রাজ-কার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল, এবং ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং আর অধিক কাল ইংরাজগণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের শক্তি ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িল এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা

তাঁহাদিগকে দেশ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ফ্রান্সের চরণ হইতে বৈদেশিক দাসত্ব-শৃঙ্খল স্খলিত হইল। বীরাঙ্গনা আত্ম-উৎসর্গ করিয়া পতিত স্বদেশবাসিগণের মধ্যে যে অবিধ্বংসী শক্তি সংক্রামিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে ফ্রান্সে স্বাধীনতা-দেবীর মঙ্গল-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ফ্রান্স-রাজ্য পরাধীনতার নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হইল, ফরাসী জাতি দেবোচিত সৌভাগ্যের অধিকারী হইল।

বীরাঙ্গনার স্মৃতি-পূজা

১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরাঙ্গনা যখন শত্রু-হস্তে বন্দিনী হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন, তখন ফ্রান্সের রাজা ও অধিবাসিগণ এত দূর মোহাবিষ্ট ছিলেন যে, তাঁহারা বীরাঙ্গনার মুক্তির জন্য কোনও প্রকার চেষ্টাই করেন নাই। পতিত জাতির এপ্রকার মোহাবেশ ও রাজন্য-বৃন্দের এরূপ ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। সে যাহা হউক, এইক্ষণ ফ্রান্সের

অধিবাসিবৃন্দ এবং রাজা চার্লস্ স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গগত বীরাঙ্গনার স্মৃতি-পূজার নানাবিধ আয়োজন ও ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান হইলেন।

বীর-ললনার স্বর্গারোহণের উনিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস্ যখন রুয়াঁ নগরকে ইংরাজদিগের দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া একপ্রকার নিরাপদ হইলেন, তখন তিনি সর্ব্বাগ্রে সেই নৃশংস বিচারকদিগের পাপানুষ্ঠানের আমূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে যাঁহারা ঐ বিচার-কার্য্যে সহকারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই প্রতিনিধি তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিলেন। রাজা এই অনুসন্ধানের লিখিত বিবরণ অনেকানেক প্রাজ্ঞ মনীষী ও বহুদর্শী ব্যবহারাজীবের নিকট মতামতের জন্য উপস্থিত করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া বীরাঙ্গনা-সংক্রান্ত বিচার-পদ্ধতির দোষারোপ করিলেন, এবং সেই নৃশংস দণ্ডাজ্ঞাকে ন্যায়-বিগর্হিত ও নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া অভিমত দিলেন।

রাজা চার্লস্ এই প্রকার অনুকূল অভিমত পাইয়াই

নিরস্ত হইলেন না। তিনি সর্ব্বসমক্ষে পূত-চরিত্রা বীরাঙ্গনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক মনে করিলেন, এবং তদ্দরুণ প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রাজ-প্রতিনিধির অনুসন্ধানের বিবরণ পরীক্ষা করিলেন, এবং তৎকালীন বিচারের নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিলেন। অবশেষে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে রাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠ যাজকগণ ও মন্দিরের অধ্যক্ষগণ রুয়ঁা নগরের ধর্ম্ম-মন্দিরে মিলিত হইয়া এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে ঃ—জোয়ানের বিরুদ্ধে আরোপিত ধর্ম্মদ্বেষিতা ও ডাকিনী-বৃত্তির অভিযোগ মিথ্যা, বিচার-পদ্ধতি ভ্রান্তি-পূর্ণ ও শঠতা-মূলক এবং দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়-বিরুদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বদেশীয়গণের মধ্যে যাহারা বীরাঙ্গনাকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিয়া দেশ-দ্রোহিতার পরিচয় দিয়াছিল, আর যাহারা ঐ নৃশংস বিচার-কার্য্যে সহায়তা করিয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহাদিগকেও দেশ-বৈরী বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

রুয়ঁা নগরের যেই ধর্ম্ম-মন্দিরে বসিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অরাতি-কুল বীরাঙ্গনার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার

করিয়াছিল, আজ ছাব্বিশ বৎসর পরে সেই মন্দিরেই মিলিত হইয়া ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণ উহা ন্যায়-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা অলৌকিক সাধনার বলে অর্লেয়াঁ নগরকে পরাধীনতার নাগ-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া সমগ্র ফ্রান্‌স্ রাজ্যের স্বাধীনতার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তদ্দেশবাসিগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে ভরণপোষণার্থ একটি বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তি-দানের বন্দোবস্ত হয়। তিনি আমরণ উহা সুখ-স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া যান। অতঃপর ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জরাগ্রস্ত মাতা পরলোক গমন করিলে পর, এই বৃত্তি রহিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত, ফ্রান্সের অধিবাসিগণ নানা স্থানে বীরাঙ্গনার মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিয়াছেন। রুয়াঁ নগরের যেই স্থানে তিনি অনল-কুণ্ডের জ্বালাময়ী শিখায় ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, দেব-বালার পদ-রজঃ-পূত সেই পবিত্র শ্মশান-বক্ষে তাঁহার স্বর্গ-গত আত্মার সম্মানার্থ ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্রুশদণ্ড স্থাপিত হইয়া-

ছিল। অধুনা উহা স্থানান্তরিত করিয়া তৎস্থানে দেবীর মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অদ্যাবধি ঐ পবিত্র শ্মশান-ভূমি বীরাঙ্গনার নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মে তারিখে বীরাঙ্গনা অর্লেয়াঁ নগরকে বৈদেশিকগণের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। নগরবাসিগণ পরলোকগত বীর ললনার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর ঐ দিন উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, এবং তদুপলক্ষে ধর্ম্ম-মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। তথায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তা সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বীরাঙ্গনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সের ধর্ম্ম-মন্দিরের অধ্যক্ষ ও যাজকগণের মধ্যে, এই বীরমহিলাকে সাধু-মহাত্মাগণের (Saints) শ্রেণীভুক্ত করিয়া লওয়া সম্বন্ধে মতের প্রাবল্য দেখা দিয়াছিল। এতদর্থে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রস্তাব যথারীতি উত্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরের ৬ই জানুয়ারী বীরাঙ্গনাকে প্রকাশ্য

* On the eighth of May, the anniversary of deliverance, an annual fete is held at Orleans ; and monuments have been erected there and at Rouen to the memory of the maid. (Southey's Joan of Arc—Preface)

ঘোষণা দ্বারা 'সেইণ্ট' বা 'সাধু-মহাত্মা' আখ্যায় অভিহিত করা হইল। * এতদ্ব্যতীত ফ্রান্সের সেনা-দলের মধ্যে বীরাঙ্গনার পবিত্র স্মৃতি আজও পর্য্যন্ত পূজিত হইয়া আসিতেছে। শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, সশস্ত্র সৈন্য-দল জোয়ানের স্বগ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত-কালে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া তেজস্বিনী বীর-ললনার স্বর্গ-গত আত্মার অভিনন্দন করিয়া থাকে। বীর-পূজার কি সুন্দর পদ্ধতি! মহতের স্মৃতি-অর্চ্চনার কি মনোজ্ঞ নিদর্শন! †

* See Encyclopaedia Britanica, Vol XV Eleventh edition.

† The French people have not forgotten Joan d' Arc. Many statues have been erected to her memory. She has been an object of veneration to generation after generation of French soldiers. When a regiment marches through Domremy, the soldiers always halt and present arms in honour of her birth place. It is touching to hear of the custom having survived so long, and the memory of the maiden heroine being stiil kept green by the country she served so faithfully.

(Smiles' Duty. Chapter V. P. 128).

বীরাঙ্গনা-সম্বন্ধে মনীষিগণের মতামত

এইক্ষণ আমরা চিন্তাশীল মনীষিগণের মতামত আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। যদিও জোয়ান্ ইংলণ্ডের পক্ষে শত্রু-রমণী ছিলেন, এবং ইংরাজদিগকে যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি অনেকানেক চিন্তাশীল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ-লেখক এই শত্রু-রমণীর প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনাকরিয়া সত্যপ্রিয়তা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যে সমুদয় ব্যক্তির মতামত আলোচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত কবি সেক্ষপিয়র ভিন্ন ইংলণ্ডের আর সমুদয় লেখকই বীরাঙ্গনার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। টার্ণার (Turner), গ্রিন্ (Green) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ নিরপেক্ষ-ভাবে তৎকালীন বিবরণাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চিন্তাশীল মনীষী স্মাইল্স্ (Smiles) * বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সহিত অবতারণা করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি সাদি (Southey) এই বীর-

* Duty by Smiles, Chapter V, Courage—Endurance.

ললনার মহনীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া নিরপেক্ষ ও উদার ভাবে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার "জোয়ান্-অব্-আর্ক" নামক কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

It has been established as a necessary rule for the epic that subject should be national. To this rule I have acted in direct opposition, and chosen for the subject of my poem, the defeat of the English. If there be any readers, who can wish success to an unjust cause, I desire not their approbation.

অর্থাৎ মহাকাব্য রচনা-সম্বন্ধে এইরূপ একটি নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কাব্যের বর্ণিত বিষয় জাতীয়-ভাবের পরিপোষক হওয়া কর্ত্তব্য। আমি এই নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, এবং ইংরাজের পরাজয় আমার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া মনোনীত করিয়া লইয়াছি। পাঠকগণের মধ্যে যদি এমন কেহ থাকেন যে, শুধু তাঁহার স্বদেশ কোন ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত ছিল বলিয়াই তিনি ঐ

অন্যায় উদ্দেশ্যেরও সফলতা কামনা করিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার অনুমোদন কামনা করি না।

ইংরাজ-কবির এই উক্তি প্রকৃত মহানুভবতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত কাব্য-গ্রন্থের অনেকানেক স্থলে বীরাঙ্গনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত (Mission'd Maid) ও ভগবৎ-প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। * অপর একজন লেখক বিলাতের একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রে বীরাঙ্গনার চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, জোয়ান্ যে প্রকার অলৌকিক বীরত্ব ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া স্বদেশের দাসত্ব মোচন করিয়াছেন, ইতিহাসে ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল। অদ্যাবধি পৃথিবীতে

* (১) কবি একস্থলে নায়কের মুখ দিয়া জোয়ান্‌কে Prophetess বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (See Robert Southey's Joan o' Arc. Book II. Page 38.)

(২) অপর একস্থলে Priest এর মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন :—

"Thou art indeed the Delegate of Heaven
What thou hast said surely thou shalt perform.
We ratify thy mission. Go in peace."

(Book III, page 50.)

কি পুরুষ কি নারী কোন মানবই ঐরূপ কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ যে ফরাসীরা জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি পরাক্রান্ত জাতি-রূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মূলে এই গরীয়সী মহিলার তেজোদীপ্ত জীবনের পবিত্র স্মৃতি নিহিত আছে। * জার্ম্মানীর একজন প্রসিদ্ধ কবি বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া একস্থলে বলিয়াছিলেন :—

"Who thirst now for thy blood will worship thee" †

অর্থাৎ আজ যাহারা তোমার রক্ত পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই একদিন তোমার পূজা করিবে। সত্যই কবির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। তাই, যে ইংরাজ জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে বীরাঙ্গনার শোণিত-ধারায় বসুধা কলঙ্কিত

---

* "Never, in the history of the world, has such a task been accomplished by any other mortal being, man or woman.

"It was her spirit and the memory of her life that animated her countrymen and created a nation" (Joan of Arc by Oscar Parker, in the English Illustrated Magazine of August 1909)

† Schiller's Maid of Orleans, Translated by Bethune.

করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী আলোচনা করিয়া বীর-ললনার স্মৃতি-পূজা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাকবি সেক্ষপিয়র এই জগত-পূজ্যা দেব-বালার অবমাননা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার একখানি নাট্য-কাব্যের অনেক স্থলে বীরাঙ্গনাকে 'ভ্রষ্টা', 'পিশাচ-সিদ্ধা', 'পাপিষ্ঠা' প্রভৃতি জঘন্য আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। *

জোয়ানের ন্যায় পূত-চরিত্রা, ধর্ম্মপ্রাণা ও সাধ্বী বীরাঙ্গনার প্রতি এ প্রকার ভাষা-প্রয়োগ করা কবির পক্ষে সঙ্কীর্ণতা কি উদারতার পরিচায়ক হইয়াছে, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। বলা বাহুল্য যে, এ প্রকার বিদ্বেষ-প্রসূত বাক্যে আদর্শ-জীবনের স্মৃতি ম্লান হওয়া ত দূরের কথা, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াই উঠে।

* কবি একস্থলে সেনাপতি Talbotএর মুখ দিয়া বলিয়াছেন :—

"Foul fiend of France, and hag of all despite"

"Pucelle, that witch, that damned sorceress"—

অপর একস্থলে Burgandyর মুখ দিয়া বলিতেছেন :—

"Vile fiend and shameless courtezan"—

(See Shakespeare's King Henry VI. Act III scene II)

ফরাসী মনীষিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লা মার্তিন্ * ও মিস্‌লে † বীরাঙ্গনার পবিত্র জীবন-কাহিনী শ্রদ্ধার সহিত বিবৃত করিয়া প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। মিস্‌লে একস্থলে লিখিয়াছেন :—

"Yes, whether considered religiously or patriotically, Jeanne Darc was a Saint." অর্থাৎ কি ধর্ম্ম কি স্বদেশ-হিতৈষণা—যে কোন দিক হইতে বিচার কর না কেন, জোয়ান্ দার্ক 'সাধু-মহাত্মা' (Saint) আখ্যায় ভূষিত হইবার যোগ্যা।

আমাদের স্বদেশীয় লেখকগণের মধ্যেও যাঁহারা বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা প্রকৃত উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এই মহীয়সী রমণীকে 'ফ্রান্সের দেবী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ‡ অপর একজন চিন্তাশীল, অজ্ঞাতনামা

---

* See Lamartine's Memoire of celebrated characters"

† Michelet's History of Fiance Translated by Smith vol. II, Reign of Charles VII,

‡ ১৩১৬ সনের আষাঢ় মাসের নব্যভারতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী লিখিত "ফ্রান্সের দেবী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লেখক বীরললনার স্বদেশানুরাগ বুদ্ধদেবের বিশ্ব-প্রেমের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। *

বাস্তবিকই আদর্শ-জীবনের স্মৃতি কখনও লোপ পায় না। তাই, দেশ-বিদেশে পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যেই বীরাঙ্গনার পবিত্র স্মৃতি পূজিত হইয়া আসিয়াছে। ধন্য দেবী! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! ধন্য তোমার রাজ-ভক্তি! ধন্য তোমার ভগবৎ-প্রেম! তোমার সাধনা সফল হইয়াছে। কৈশোরে তুমি যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলে, যৌবনের প্রথমেই তাহা উদ্‌যাপিত করিয়া অমর-লোকে চলিয়া গেলে। ভাগ্যবতী সে-জননী—যিনি

* "China in Asia and France in Europe, are the two countries that have best known how to make the public spirit into religion. This is the fact that made Joan of Arc a possibility. A peasant girl in a remote village could brood over the sorrows of her country till she was possessed by the feeling that there was much pity in Heaven for the fair realm of France. An idea like this was like the compassion of a Buddha, and nowhere but in France could it have been applied to the country". (Nation making—Karmayogin Vol 1. No 36)

তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন ; মহান্ সে জাতি—যে তোমায় 'আপনার' বলিয়া গৌরব করিবার সুযোগ পাইয়াছে ; ধন্য সে শ্মশান-ভূমি—যে-স্থানের ধূলিকণার সহিত তোমার পুণ্য স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে ; পবিত্র সে নদী-সলিল—যাহার সহিত তোমার চিতা-ভস্ম চিরতরে মিশাইয়া গিয়াছে।

—সমাপ্ত—

ফরাসী বীরাঙ্গনা

প্রশংসাপত্র

প্রবাসী (ভাদ্র-১৩২০) বিশুদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় ও সহমর্ম্মিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। স্বদেশ-সেবার এই পুণ্যাবদান সকলেরই পাঠ করা উচিত। এইরূপ বিদেশী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কাহিনী সংগ্রহ দ্বারা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিশালিনী ও প্রাণবতী হইবে। এই পুস্তকের সমাদর হইবে আশা করি।

ভারতী (ভাদ্র—১৩২০) জোয়ানের জীবনের ধারাবাহিক কাহিনীটি লেখক বেশ সুশৃঙ্খলভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন। ভাষা সতেজ, সরল, রচনা ভঙ্গীতেও প্রাণ আছে। এরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনে জাতীয় সাহিত্যে এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সঞ্চার হয়, কাজেই লেখকের উদ্যমের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বিজয়া (শ্রাবণ-১৩২০) 'ফরাসী বীরাঙ্গনা' বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। গ্রন্থখানির ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী, ভাবও তেম্নি হৃদয়-গ্রাহী। দেশীয় নরনারী এই বইখানি পাঠ করিলে

অনেক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে সহায়তা লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুপ্রভাত (বৈশাখ-১৩২০) বীরাঙ্গনার জীবনী লিখিবার উপযুক্ত ওজস্বিনী ভাষায় গ্রন্থকার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বীরাঙ্গনার জীবনের সমুদয় তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উদ্বোধন (ভাদ্র-১৩২০) পড়িলে নারীজাতির উপর যথার্থই শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়া থাকে।

হিতবাদী (১৬ই ফাল্গুন-২৩২০ বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি করিলেন। গ্রন্থের ভাষা সরল অথচ সাধু, পুস্তকের লিখনভঙ্গীও সুন্দর গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট সমাদৃত হইবে।

Bengalee (July 16 1913) "Farashi Birangana" or the Heroine of 'Trance" is au excellent book in Bengali, In a language made vigorous and impressive by the sonorous compounds, rich imagery and apt and fresh illustrations the writer has told the story of this illustrious heroine in a manner that leaves nothing to be desired.

প্রবাহিনী (৭ কার্ত্তিক-১৩২১)—'ফরাসী বীরাঙ্গনা' পাঠ করিয়া আমরা আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ পাই নাই। লিখন-ভঙ্গীর গুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা

যেরূপ বিস্তৃত, পরিশুদ্ধ, আড়ম্বর শূন্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, তাহাতে আশা করা যায় যে, সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহার আদর হইবে।

৺**স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**—পুস্তকখানির ভাষা সরল ও সুন্দর এবং উহাতে প্রচুর রচনা-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৺**সারদাচরণ মিত্র**—জোয়ান অব আর্কের চরিত্র-কাহিনী বস্তুতঃ বীরাঙ্গনার কাহিনী। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মার্থ দেশ-মোচনই তাহার প্রধান জীবনোদ্দেশ্য। সেই পুণ্যশ্লোকার জীবনী সকলেরই পাঠোপযুক্ত। আপনিও সরল ভাষায় সুন্দররূপে তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

৺**স্যার আশুতোষ চৌধুরী**—আপনার ফরাসী বীরাঙ্গনা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থখানি সুন্দর ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

৺**অশ্বিনীকুমার দত্ত**—ফরাসী বীরাঙ্গনা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—ফরাসী বীরাঙ্গনা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার তাঁহার প্রথম উদ্যমে বেশ সফলতা দেখাইয়াছেন। বীরাঙ্গনার রমণীয় চরিত্রও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী—ফরাসী বীরাঙ্গনা পাঠ

করিয়া সুখী হইলাম। বিষয়-নির্ব্বাচন বেশ হইয়াছে, ভাষা হৃদয়গ্রাহী।

কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু—ফরাসী বীরাঙ্গনা খুব সুন্দর বোধ হইল। তোমার প্রতিভার নিকট আমরা অনেক আশা কবিতেছি।

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—তোমার 'ফরাসী বীরাঙ্গনা' অতি উপাদেয় হইয়াছে। বরনারী জিনি দার্কের উদ্দীপনাপূর্ণ জীবনী তুমি যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় ও সুনিপুণ রচনা-চাতুর্য্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমি গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পরম আনন্দ ও ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিয়াছি; কোন স্থানেই ইহা অরুচিকর মনে করি নাই। তোমার সাহিত্য-সেবার চেষ্টা ও উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। তুমি যে ফল লাভ করিয়াছ তাহাও উত্তম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—তোমার ভাষা বড় সুন্দর হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান ভাবে ভাষার বড় মনোরম একটি সরল গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। মাতৃভাষার উপর তোমার যে বেশী গভীর অধিকার জন্মিয়াছে, প্রত্যেক পাঠক তাহা অনুভব করিবেন।